নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপিভূক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর
মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	০৯	০৯	--	--	--	০৬	৪০% ৩০০%	০২	৮.০৩ ২৭.৪৬%

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০৯

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

- দরপত্রের ব্যয় বৃদ্ধি, জাহাজের ডিজাইনের পরিবর্তন ও নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্তিকরণের ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পায়
- নতুন নৌ রুট অন্তর্ভুক্তকরণ,অতিরিক্ত ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ইত্যাদি কারণে সময় বৃদ্ধি পায় ।

০৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

ক্র:নং	সমস্যা	ক্র:নং	সুপারিশ
৩.১	আমতলী হতে মাত্র ২টি লঞ্চ ঢাকা যাওয়া-আসা করে। সে হিসেবে এ স্থানে অবকাঠামো নির্মাণ করা মোটেই সমীচীন হয়নি। বর্তমানে এ ঘাটে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ দেখাশুনা করার কোন লোকবল নেই । এমনকি রাত্রিকালীন প্রহরীও নেই। যার ফলে যাত্রী বিশ্রামাগারের টয়লেটগুলোর ট্যাপ খুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং টয়লেটগুলো ব্যবহারের একদম অনুপযোগী অবস্থায় রয়েছে। ঈদের সময় ছাড়া যাত্রীরা এ ভবনে প্রবেশ করে না বলে পরিদর্শনে জানা যায় ।	৩.১	ভবিষ্যতে এধরণের প্রকল্প হাতে নেয়া হলে যথাযথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। নির্মিত ভবনসমূহের যথাযথ ব্যবহার তথা দেখাশুনার জন্য সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করা অতি জরুরী;
৩.২	নবনির্মিত আমতলী টার্মিনাল বিল্ডিং-এর পুরুষ বিশ্রামাগারের কক্ষটি আমতলী লঞ্চঘাটের লোকজন কর্তৃক আবাসিক কাজে ব্যবহার হচ্ছে । এর ফলে আইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষকে ভবন ব্যবহারের বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল বহন করতে হচ্ছে । এতে করে যে উদ্দেশ্যে ভবনটি নির্মিত হয়েছিল তা পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।	৩.২	প্রকল্পের আওতায় আমতলী লঞ্চঘাটে নবনির্মিত টার্মিনাল ভবনের পুরুষ বিশ্রামাগার কক্ষটি যাতে অবাঞ্চিত লোক কর্তৃক ব্যবহার না হয় সে বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে;
৩.৩	ভোলা নৌ-বন্দরে নবনির্মিত টার্মিনাল ভবনটি বন্দরের একপাশে নির্মাণ করা হয়েছে । ভবনটির নির্মাণ কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুন্দর এবং সাধারণ ও ভিআইপি যাত্রীদের বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ঈদের সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে এটি ব্যবহৃত হচ্ছেনা । এর ফলে ভবনটি নির্মাণের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে ব্যাহত হয়েছে।	৩.৩	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভোলা টার্মিনাল ভবনটি যাত্রী সাধারণ কর্তৃক ব্যবহার উপযোগী করে তোলা প্রয়োজন । ভবনটিতে যাত্রী সাধারণের যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তা একটি সাইন বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শনপূর্বক যাত্রীদেরকে অবহিত করা যেতে পারে;
৩.৪	প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ডিপিপির তুলনায় বাস্তবায়ন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র ব্যয় ৩৬৫০.০০ লক্ষ টাকা থাকলেও পরবর্তীতে ১বার সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারিত হয় ৩৯৪৩.২৬ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৩৯৪৩.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকল্প ব্যয় ৩৮৩.০০	৩.৪	প্রকল্প থেকে সঠিক সময়ে সুফল প্রাপ্তি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন/পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রকল্পের Cost Over Run না ঘটিয়ে নির্ধারিত ব্যয়ে সম্পন্ন করা যায়;

	লক্ষ টাকা (৮.০৩%) বৃদ্ধি পেয়েছে।		
৩.৫	প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চূড়ান্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। এছাড়া, প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের পূর্বেই জমি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া উচিত ছিল। প্রকল্পটি জুন, ২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলে নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন হতো না। কন্টেইনার নদী বন্দরটি যদি যথাসময়ে স্থাপন করা সম্ভব হতো তাহলে তূলনামূলক কম ব্যয়ে তা বাস্তবায়ন করা যেত এবং সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেত।	৩.৫	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চূড়ান্ত করে ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের করতে হবে। জমি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে ।

বিআইডব্লিউটিসি'র ২টি মিনি ইউটিলিটি টাইপ ফেরি সংগ্রহ শীর্ষক **সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন (সমাপ্ত :জুন, ২০১৮)**

০১. প্রকল্পের নাম : বিআইডব্লিউটিসি'র ২টি মিনি ইউটিলিটি টাইপ ফেরি সংগ্রহ।

০২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বিআইডব্লিউটিসি।

০৩. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৯৯৭.০০ ৯৯৭.০০ --	--	৯৪২.৩৫৫ ৯৪২.৩৫৫	জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৮	--	--	জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৮	- ৫.৮৪% - ৫.৮৪%	--

০৫. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	বরিশাল	মুলাদী (মৃধারহাট)
বরিশাল	**শরীয়তপুর**	**গোসাইরহাট (আবুপুর)**
	চাঁদপুর	**মতলব**
	মুন্সিগঞ্জ	**গজারিয়া**

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** সংস্থার নিজস্ব।

০৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

- স্বল্প দুরত্বের ফেরী রুটে মিনি ইউটিলিটি ফেরী চালু করা;
- বিআইডব্লিউটিসি'র ফেরীর বহরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- জ্বালানী সাশ্রয়প্রদ ফেরী সার্ভিস চালু করা;
- ফেরি সংযোজনের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;এবং

০৮. **প্রকল্পের পটভূমি :**

৮.১. বিআইডব্লিউটিসি দেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সেক্টরে ফেরি এবং যাত্রী সেবা পরিচালনার করে থাকে। অভ্যন্তরীণ নৌ রুটে যানবাহন ও যাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। পণ্য, যাত্রী ও যানবাহন পরিবহনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংযোগ স্থাপনের জন্য ফেরি সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করে। বিআইডব্লিউটিসি এর ৫১টি ভিন্ন ধরনের ফেরি রয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি রো-রো ফেরি, ১৪টি কে-টাইপ ফেরি, ৭টি মাঝারি ও ছোট ফেরি, ৭ টি ড্রাম ফেরি এবং ৯টি ইউটিলিটি ফেরি চলমান আছে।

৮.২. বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক পরিচালিত ০৯টি ইউটিলিটি টাইপ ফেরি বিভিন্ন নৌ রুটে যাত্রী ও পরিবহন পারাপারে নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে মতলব-গজারিয়া এবং আবুপুর-মৃধারহাট ফেরী রুট দু'টি সদ্য চালু করা হয়েছে। এ দু'টি ফেরী রুটের উভয় পার্শ্বের রাস্তা যথেষ্ট প্রশস্থ নয়। ফলে বড় যাত্রীবাহী বাস/কোচ এবং অধিকতর লম্বা ট্রাকগুলো এ রুটটি ব্যবহারে আগ্রহী হয় না। অপেক্ষাকৃত মাঝারী ও ছোট সাইজের ট্রাক, কার, মাইক্রোবাস, পিক-আপ ভ্যান ইত্যাদি যানবাহন এ দু'টি রুটে পারাপার হয়ে থাকে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, সদ্য চালুকৃত এ ফেরী রুট দু'টিতে ফেরীর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ফেরী লাভজনকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে ২টি মিনি ইউটিলিটি টাইপ ফেরী বিআইডব্লিউটিসির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদন :** প্রকল্পটি বিআইডব্লিউটিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে ৯৯৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২০/১১/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে ।

১০. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম : নিম্নোক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহ :**

- ফেরি দুইটির উভয় প্রধান ইঞ্জিন, ২৩০ বিএইচপি, আরপিএম, ২৩০০ সরবরাহকরণ;
- ৪টি গিয়ার বক্স সরবরাহকরণ;
- জেনারেটর ইঞ্জিন (কমপ্লিট), ৪০ কিলোওয়াট, আরপিএম ১৫০০ সরবরাহকরণ;
- ৪টি প্রপেলার সিস্টেম প্রতিস্থাপন (কমপ্লিট) যেমন- Z-Drive (Thruster) ভার্টিকেল শ্যাফট, ভেবেল গিয়ার, প্রপেলার ব্লেড, রাডার;
- ষ্টীল ম্যাটেরিয়াল ব্যবহৃত হয়েছে ১০২.৫০ টন, ভিআইপি কেবিন, ইলেট্রিক্যাল আইটেম সরবরাহ, মেশিনারিজ এবং নেভিগেশন আইটেম স্থাপন।

১১. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
1.	Construction of 2 Nos Mini Utility ferry	সংখ্যা	২	৯৫০.০০	১০০%	৯৩৭.৫০	২ (১০০%)
2.	Procurement of 2 Nos Computer & Related Accessories (1 Laptop & 1 Desktop)	সংখ্যা	২	২.০০	১০০%	১.৯৭৫	২ (১০০%)
3.	Procurement of 1 Photocopier	সংখ্যা	১	২.৫০	১০০%	২.৪২	১ (১০০%)
4.	Procurement of 1 Fax Machine	সংখ্যা	১	০.৫০	১০০%	০.৪৬	১(১০০%)
5.	Physical contingency	থোক	১	২৫.০০	-	-	-

6.	Price contingency	থোক	১	১৪.০০	-	-	-
7.	Honorarium	থোক	১	৩.০০	-	-	-
	Total :		**৯**	**৯৯৭.০০**	**৪**	**৯৪২.৩৫৫**	**৬**

১২. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৩. **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে :

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরজমিনে পরিদর্শন
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪. **প্রকল্প পরিদর্শন :** ০২/০২/২০১৯ তারিখে প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকোশলী এবং ফেরি অপারেশনে সংশ্লিষ্ট কমকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৫. **পর্যবেক্ষণ :**

১৫.১ প্রকল্পের আওতায় বিআইডব্লিউটিসি'র ০২টি মিনি ইউটিলিটি টাইপ ফেরি ২টি লটের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হলো :

- **প্যাকেজ নং -১ হচ্ছে (A)** Procurement of Mini Utility Ferry (Shandhya Maloti): পরিদর্শনে দেখা যায় যে , প্রকল্পের আওতায় যে ফেরিটি নির্মাণ করা হয়েছে তার দৈর্ঘ্য ২৬.০০ মিটার, প্রস্থ ১৩.০০ মিটার এবং উচ্চতা ২.০০ মিটার। যাত্রী ধারন ক্ষমতা ২৫ জন। গাড়ীর সংখ্যা ৮টি ট্রাক /৪টি কার। পরিদর্শনে লক্ষ্য করা যায় যে , ফেরিটির উভয় প্রধান ইঞ্জিন ২৩০ বিএইচপি, আরপিএম ২৩০০ এবং ২টি গিয়ার বক্স স্থাপন করা হয়েছে। ফেরির জেনারেটর ইঞ্জিন (কমপ্লিট) ৪০ কিলোওয়াট, আরপিএম ১৫০০স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রপালশন সিস্টেম স্থাপন (কমপ্লিট)যেমন- Z-Drive (Thruster) ভার্টিকেল শ্যাফট, ভেবেল গিয়ার, প্রপেলার ব্লেড, রাডার, ইকো সাউন্ডার স্থাপন করা হয়েছে। ষ্টীল ম্যাটেরিয়াল ব্যবহৃত হয়েচছ ১০২.৫০ টন, ভিআইপি কেবিন, ইলেট্রিক্যাল আইটেম সরবরাহ, মেশিনারিজ এবং নেভিগেশন আইটেম স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ফেরিটি সচল এবং ১২ জুন, ২০১৮ হতে অপারেশনে রয়েছে। এ পর্যন্ত ফেরিটির কোন সমস্যা হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রকৌশলী ও ফেরির কম©কর্তা/কর্মচারীরা পরিদর্শনে জানিয়েছেন। এ ফেরীটি বর্তমানে পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ নৌ-রুটে যাত্রী ও ট্রাক/ বাস পরিবহন পারাপারে ব্যবহৃত হচ্ছে।





ছবি : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মিনি ইউটিলিটি ফেরী সন্ধ্যা মালতী




ছবি : ফেরীর ইঞ্জিন




ছবি : ফেরীর জেনারেটর

ছবি: ফেরীর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি

প্যাকেজ **নং-২ হচ্ছে (B)** Procurement of Mini Utility Ferry (Shorno Chapa): প্রকল্পের আওতায় যে ফেরিটি নির্মাণ করা হয়েছে তার দৈর্ঘ্য ২৬.০০ মিটার, প্রস্থ ১৩.০০ মিটার এবং উচ্চতা ২.০০ মিটার। যাত্রী ধারন ক্ষমতা ২৫ জন। গাড়ীর সংখ্যা ৮টি ট্রাক/৪টি কার। ফেরিটির উভয় প্রধান ইঞ্জিন ২৩০ বিএইচপি, আরপিএম ২৩০০। ফেরিটি সচল ও অপারেশনে রয়েছে এবং এ পর্যন্ত কোন সমস্যা হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী পরিদর্শনে জানিয়েছেন। এ ফেরীটি বর্তমানে লাহারহাট-ভেদুরিয়া নৌ-রুটে বরিশাল ও ভোলা জেলায় যাত্রী ও ট্রাক/ বাস পরিবহন পারাপারে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৬. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** ক্রয় পরিকল্পনা Goods-এর ০১ টি প্যাকেজে ০২ টি ফেরি (OTM (NCT) পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান ছিল। ফেরি দুইটি ((OTM (NCT) পদ্ধতিতে এবং কম্পিউটার ০২ টি, ০১ টি ফটোকপি ও ০১ টি ফ্যাক্স RFQ পদ্ধতিতে ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে যার তথ্যাদি নিম্নরুপঃ

ক্রয়কার্য (Works) এর নাম	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬

ক্রয়কার্য (Works) এর নাম	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
Procurement of 2no Utility Type ferry	**৯৩৬.০০** লক্ষ টাকা	**১৪/০৮/২০১৬**	**০১/০১/২০১৭**	**৩১/১২/২০১৭**	**১২/০৪/২০১৮**
Procurement of 02 Nos. Computer & accessories	১.৯৭ লক্ষ টাকা	২২/০৮/২০১৭	**২৫/০৯/২০১৭**	**০৮/১০/২০১৭**	**০৭/১০/২০১৭**
Procurement of 1 Photocopier	২.৪২লক্ষ টাকা	২২/০৮/২০১৭	২৫/০৯/২০১৭	০৫/১০/২০১৭	০৪/১০/২০১৭
Procurement of 1 Fax machine	০.৪৬ লক্ষ টাকা	২২/০৮/২০১৭	২৫/০৯/২০১৭	০৫/১০/২০১৭	০৪/১০/২০১৭

১৭. **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের ফেরি দুইটি (Goods)-ক্রয়ের চুক্তিসমূহের মধ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান, বিভিন্ন প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নোটিশ প্রদান (NOA), চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য নমুনায়ন হিসেবে ২টি প্যাকেজের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, উক্ত প্যাকেজের ফেরি দু'টি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৮. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	আঃ রহিম তালুকদার	প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮

১৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাবঃ

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিসি'র ফেরি বহরে ২টি ফেরী যুক্ত হওয়ায় রাজস্ব পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- ফেরি দুটির বিরামহীন চলাচলে ভিআইপি পারাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে;
- আধুনিক ফ্যাসিলিটিজ সম্মৃদ্ধ ফেরি ২টি ফেরি বহরে যুক্ত হওয়ায় অভ্যন্তরীণ নৌ রুটে ফেরির সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

২০. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
• স্বল্প দুরত্বের ফেরী রুটে মিনি ইউটিলিটি ফেরী চালু করা; • বিআইডব্লিউটিসি'র ফেরীর বহরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; • ফেরি সংযোজনের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	• কল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফেরি 'স্বর্ণচাঁপা ও সন্ধ্যামালতি' নতুন তৈরী হওয়ায় মাওয়া ফেরি রুটে দক্ষ ফেরি সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। • তুন তৈরীকৃত ২টি ফেরি চালু হওয়ায় বিআইডব্লিউটিসি'র ফেরীর বহরের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে । • তুন তৈরীকৃত ০২টি ফেরি বিআইডব্লিউটিসি'র ফেরি বহরে যুক্ত হওয়ায় যান বাহন পারাপার সহজীকরন হচ্ছে,ফেরিগুলো ছোট হওয়ায় কম সময়ে নদী পার হওয়া যাচ্ছে।

২১. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

২২. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২২.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। মালামাল/যন্ত্রপাতি পরিদর্শনের সার্টিফিকেট প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষিত রয়েছে বলে পরিদর্শনে জানা যায়। এছাড়া, Acceptance কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ফেরি দুইটিকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। ফেরি দুইটির warranty period এখনও শেষ হয়নি। বর্তমানে ফেরি দুইটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে দু'টি নৌ-রুটে যাত্রী, পণ্য ও পরিবহন পারাপারে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২৩. **সুপারিশসমূহঃ**

২৩. ১ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ফেরি দু'টির মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২৩.২ ফেরি দু'টির সাধারণ যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য টয়লেটগুলো পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে; এবং

২৩.৩ এ ধরণের ফেরী স্বল্প দূরত্বের নৌ-পথে চাহিদা রয়েছে বলে জানা যায়। কাজেই চাহিদার আলোকে স্বল্প দূরত্ব বিশিষ্ট নৌ-পথে মিনি ইউটিলিটি ফেরি তৈরীর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

কমপক্ষে ৩৪০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন একটি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল/কেমিক্যাল, ক্রুড অয়েল ট্যাংকার ক্রয় শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সমাপ্ত জুন, ২০১৮

০১. প্রকল্পের নাম : কমপক্ষে ৩৪০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন একটি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল/কেমিক্যাল, ক্রুড অয়েল ট্যাংকার ক্রয় শীর্ষক প্রকল্প।

০২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : **বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)।**

০৩. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ।

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৩২৫৯৪.৫০ ৩২৫৯৪.৫০	৩৬০৫২.১০ ৩৬০৫২.১০	৪৬.৬২ ৪৬.৬২	জানুয়ারি, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৭	জানুয়ারি, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৭	--	জানুয়ারি, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৭	--	৪০%

০৫. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** প্রকল্পটি জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য (ইন্ডিয়ান এলওসি-১) অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

(ক) দেশের জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

(খ) যেকোন সংকটকালীন সময়ে বিশ্বের যেকোন দেশ থেকে সংবেদনশীল পণ্য পরিবহনে জাতীয় সংস্থা হিসেবে বিএসসি 'র নিজস্ব জাহাজ নিয়োজিত করা।

(গ) বিএসসি'র পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(ঘ) প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমান নীট মুনাফা উপার্জনের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক করা।

(ঙ) জাহাজ পরিচালনাকালে সহযোগী বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে পোর্ট চার্জ , রেজিষ্ট্রেশন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন, বীমা, ট্যাক্স-ভ্যাট ইত্যাদি খাতে সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করা।

(চ) বাংলাদেমের নাবিক প্রশিক্ষণ ও দক্ষ নৌ জনবল তৈরির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি আলোচ্য জাহাজের অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষন কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

০৮. **প্রকল্পের পটভূমি :**

৮.১. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অধীন আশুগঞ্জ দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নদী বন্দর। এ বন্দরে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক জাহাজ আসে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কার্গো ও প্যাসেঞ্জার লোড/আনলোড হয়ে থাকে। ২০০৪ সালে আশুগঞ্জকে বন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট ও ট্রেড প্রট্রোকল চুক্তির অধীন আশুগঞ্জকে Port of Call হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। Port of Call হলেও এমন বন্দর যেখানে দেশের ভেসেলসমূহের লোডিং/আনলোডিং সুবিধাদি বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ ট্রানশিপমেন্ট হয়ে থাকে। প্রট্রোকল অনুযায়ী বাংলাদেশের ট্রাক/ট্রেইলার ভেসেল হতে কার্গো ট্রানশিপমেন্টগুলো আশুগঞ্জ হতে বর্ডার পর্যন্ত পরিবহন করবে অর্থাৎ আশুগঞ্জ ও কলকাতা নৌ-রুটের মাধ্যমে কন্টেইনারগুলো ভেসেলের মাধ্যমে পরিবাহিত হবে এবং আশুগঞ্জ হতে উক্ত কন্টেইনারগুলো ট্রানশিপমেন্টের মাধ্যমে আগরতলা পর্যন্ত পরিবহন করা হবে। প্রাথমিক সমীক্ষা অনুযায়ী উক্ত নৌ-রুটে ৪.০০ লক্ষ TEUs কন্টেইনার ট্রাফিক হতে পারে। আশুগঞ্জে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সুবিধাদি স্থাপন করা হলে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ অঞ্চলসহ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ বিবেচনায় "Establishment of Inland Container River Port at Ashuganj" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮০৯. **প্রকল্প অনুমোদন :** প্রকল্পটি গত ০৪/০১/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

১০. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

- ভূমি অধিগ্রহণ;
- কন্টেইনার জেটি, মাল্টিপারপাস জেটি ও ইয়ার্ড নির্মাণ;
- ব্রীজসহ রাস্তা নির্মাণ, ব্যাংক প্রটেকশন
- ট্রানজিট সেড, অফিস বিল্ডিং ও জেনারেল কার্গো সেড নির্মাণ;
- কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি ক্রয়।

১১. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	Pay for Officer	থোক	৪০.০০	--	৪.০০	থোক
২.	Pay for Staff	থোক	২০.০০	--	০.২৮	থোক
৩.	Pay for Establishment	থোক	৪০.০০	--	--	--
৪.	Design for Supervision and other Service	থোক	১৮৮.০০	--	--	--
৫.	Repair, Maintenance Vehicle	থোক	৫.০০	--	--	--
৬.	Acquisition of Asset	--	৮৭৩২.০০	--	--	--
৭.	Land Acquisition/Lease Including Compensation	--	১৬০০.০০	--	--	--
৮.	Construction & Civil works	--	১০৪৩৫.০০	--	--	--
৯.	CD/VAT	--	২৫৫০.০০	--	--	--
১০.	Physical Contingency	--	২৪০.০০	--	--	--
১১.	Price Contingency	--	৭২৫.০০	--	--	--
	Total :	**--**	**২৪৫৭৫.০০**	**--**	**৪.২৮**	থোক

১২. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** প্রকল্পের আওতায় কোন অঙ্গের কাজ বাস্তবায়িত হয়নি।

১৩. **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে :

- ✧ প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- ✧ পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- ✧ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪. **প্রকল্প পরিদর্শন :** যেহেতু প্রকল্পের কোন অঙ্গের কাজ বাস্তবায়িত হয়নি,তাই প্রকল্প এলাকায় পরিদর্শন করা হয়নি ।

১৫. **পর্যবেক্ষণ :**

১৫.১ প্রকল্পটির অর্থায়নের জন্য Loc-১ হতে নির্ধারিত ছিল এবং প্রকল্প এলাকা বাস্তবায়নের জন্য ৩০.৮৫ একর জমি নির্বাচন করা হয় যারমধ্যে বেসরকারী মালিকানায় ১৯.৩১ একর, খাদ্য অধিদপ্তর ৪.৫০ একর, আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার কেমিক্যাল কোং ৩.১৯ একর এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩.৮৫ একর। প্রস্তাবিত ৩০.৮৫ একর ভূমির ওপর ভারতীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান WAPCOS কর্তৃক Feasibility Study সম্পাদন করে Detail Project Report (DPR)সহ Master Plan ০১/০৪/২০১৫ তারিখে দাখিল করা হয়। WAPCOS কর্তৃক প্রণীত DPR-এর Loc এর আওতায় প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বাবদ মোট ব্যয় নিরূপণ করা হয় ২৬১০০.০০ লক্ষ টাকা এবং জমি অধিগ্রহণ বাবদ আলাদাভাবে ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয়। এছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক "Modern Food Storage Facilities Project (MFSFP)" প্রকল্প এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে দ্বিতীয় মেঘনা রেল সেতু প্রকল্প গ্রহণ করায় উক্ত সংস্থা দু'টি তাদের জমি প্রদানে অপারগতা জানায়। এ কারণে প্রকল্পটির অর্থায়ন ১ম এলওসি-তে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব থাকলেও অবশেষে তা সম্ভব হয়নি।

১৬. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** প্রযোজ্য নয়।

১৭. **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৮. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	জনাব মোঃ আবু হেলাল সিদ্দিক	জেনারেল ম্যানেজার (শিপ রিপেয়ার ডিপার্টমেন্ট)	খন্ডকালীন	**০২/০৩/২০১৬ হতে ১০/০৫/২০১৮**

- প্রকল্প পরিচালক বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রকল্পের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নেন। পরবর্তীতে বাস্তবায়নকারী সংস্থার ২ জন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন যা পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে।

১৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাবঃ প্রযোজ্য নয়।

২০. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
(ক) ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট ও ট্রেড প্রট্রোকল চুক্তির অধীন বাংলাদেশের নৌ -পথ ব্যবহার করে ভারতের একস্থান হতে অন্যস্থানে কন্টেইনার পরিবহন; (খ) চট্টগ্রাম/মোংলা সমুদ্র বন্দর হতে অভ্যন্তরীণ নৌ -পথের মাধ্যমে কন্টেইনার পরিচালনা করা; (গ) কার্গো ট্রাফিকের প্রয়োজনে বহুমূখী আর,সি,সি জেটি ও ট্রানজিট সেড নির্মাণ।	প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।

২১. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পটির অর্থায়ন Loc-১ হতে নির্বাহের জন্য নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে তা অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে একনেক সভাকে অবহিত করে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে একই শিরোনামে Loc-২ এর অর্থায়নে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২২. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২২.১ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চূড়ান্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। এছাড়া, প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের পূর্বেই জমি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া উচিত ছিল। প্রকল্পটি জুন, ২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলে নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন হতো না। কন্টেইনার নদী বন্দরটি যদি যথাসময়ে স্থাপন করা সম্ভব হতো তাহলে তুলনামূলক কম ব্যয়ে তা বাস্তবায়ন করা যেত এবং সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেত।

২৩. **সুপারিশসমূহঃ**

২৩. ১ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চূড়ান্ত করে ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের করতে হবে;

২৩.২ জমি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;

২৩.৩ প্রকল্প অনুমোদনের পর বিলম্ব না করে যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া সমীচীন হবে; এবং

২৩.৪ প্রকল্পটির ওপর একটি External Audit করা যেতে পারে।

আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত জুন, ২০১৮)

০১. প্রকল্পের নাম : "আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন" প্রকল্প।

০২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : **বিআইডব্লিউটিএ।**

০৩. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ।

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২৪৫৭৫.০০ ২৬৫০.০০ ২১৯২৫.০০	-- -- --	৪.২৮ ৪.২৮ --	জানুয়ারি, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৩	--	জানুয়ারি, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৪	জানুয়ারি, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৮	--	৪০%

০৫. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	**আশুগঞ্জ**

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** প্রকল্পটি জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য (ইন্ডিয়ান এলওসি-১) অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

(ক) ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট ও ট্রেড প্রট্রোকল চুক্তির অধীন বাংলাদেশের নৌ -পথ ব্যবহার করে ভারতের একস্থান হতে অন্যস্থানে কন্টেইনার পরিবহন;

(খ) চট্টগ্রাম/মোংলা সমুদ্র বন্দর হতে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের মাধ্যমে কন্টেইনার পরিচালনা করা;

(গ) কার্গো ট্রাফিকের প্রয়োজনে বহুমূখী আর,সি,সি জেটি ও ট্রানজিট সেড নির্মাণ।

০৮. **প্রকল্পের পটভূমি :**

৮.১. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অধীন আশুগঞ্জ দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নদী বন্দর। এ বন্দরে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক জাহাজ আসে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কার্গো ও প্যাসেঞ্জার লোড/আনলোড হয়ে থাকে। ২০০৪ সালে আশুগঞ্জকে বন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট ও ট্রেড প্রট্রোকল চুক্তির অধীন আশুগঞ্জকে Port of Call হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। Port of Call হলেও এমন বন্দর যেখানে দেশের ভেসেলসমূহের লোডিং/আনলোডিং সুবিধাদি বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ ট্রানশিপমেন্ট হয়ে থাকে। প্রট্রোকল অনুযায়ী বাংলাদেশের ট্রাক/ট্রেইলার ভেসেল হতে কার্গো ট্রানশিপমেন্টগুলো আশুগঞ্জ হতে বর্ডার পর্যন্ত পরিবহন করবে অর্থাৎ আশুগঞ্জ ও কলকাতা নৌ-রুটের মাধ্যমে কন্টেইনারগুলো ভেসেলের মাধ্যমে পরিবাহিত হবে এবং আশুগঞ্জ হতে উক্ত কন্টেইনারগুলো ট্রানশিপমেন্টের মাধ্যমে আগরতলা পর্যন্ত পরিবহন করা হবে। প্রাথমিক সমীক্ষা অনুযায়ী উক্ত নৌ-রুটে ৪.০০ লক্ষ TEUs

কন্টেইনার ট্রাফিক হতে পারে। আশুগঞ্জে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সুবিধাদি স্থাপন করা হলে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ অঞ্চলসহ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ বিবেচনায় "Establishment of Inland Container River Port at Ashuganj" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮০৯. **প্রকল্প অনুমোদন :** প্রকল্পটি গত ০৪/০১/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

১০. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

- ভূমি অধিগ্রহণ;
- কন্টেইনার জেটি, মাল্টিপারপাস জেটি ও ইয়ার্ড নির্মাণ;
- ব্রীজসহ রাস্তা নির্মাণ, ব্যাংক প্রটেকশন
- ট্রানজিট সেড, অফিস বিল্ডিং ও জেনারেল কার্গো সেড নির্মাণ;
- কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি ক্রয়।

১১. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	Pay for Officer	থোক	৪০.০০	--	৪.০০	থোক
২.	Pay for Staff	থোক	২০.০০	--	০.২৮	থোক
৩.	Pay for Establishment	থোক	৪০.০০	--	--	--
৪.	Design for Supervision and other Service	থোক	১৮৮.০০	--	--	--
৫.	Repair, Maintenance Vehicle	থোক	৫.০০	--	--	--
৬.	Acquisition of Asset	--	৮৭৩২.০০	--	--	--
৭.	Land Acquisition/Lease Including Compensation	--	১৬০০.০০	--	--	--
৮.	Construction & Civil works	--	১০৪৩৫.০০	--	--	--
৯.	CD/VAT	--	২৫৫০.০০	--	--	--
১০.	Physical Contingency	--	২৪০.০০	--	--	--
১১.	Price Contingency	--	৭২৫.০০	--	--	--
	Total :	**--**	**২৪৫৭৫.০০**	**--**	**৪.২৮**	থোক

১২. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** প্রকল্পের আওতায় কোন অঙ্গের কাজ বাস্তবায়িত হয়নি।

১৩. **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে :

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪. **প্রকল্প পরিদর্শন :** যেহেতু প্রকল্পের কোন অঙ্গের কাজ বাস্তবায়িত হয়নি,তাই প্রকল্প এলাকায় পরিদর্শন করা হয়নি ।

১৫. **পর্যবেক্ষণ :**

১৫.১ প্রকল্পটির অর্থায়নের জন্য Loc-১ হতে নির্ধারিত ছিল এবং প্রকল্প এলাকা বাস্তবায়নের জন্য ৩০.৮৫ একর জমি নির্বাচন করা হয় যারমধ্যে বেসরকারী মালিকানায় ১৯.৩১ একর, খাদ্য অধিদপ্তর ৪.৫০ একর, আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার কেমিক্যাল কোং ৩.১৯ একর এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩.৮৫ একর। প্রস্তাবিত ৩০.৮৫ একর ভূমির ওপর ভারতীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান WAPCOS কর্তৃক Feasibility Study সম্পাদন করে Detail Project Report (DPR)সহ Master Plan ০১/০৪/২০১৫ তারিখে দাখিল করা হয়। WAPCOS কর্তৃক প্রণীত DPR-এর Loc এর আওতায় প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বাবদ মোট ব্যয় নিরূপণ করা হয় ২৬১০০.০০ লক্ষ টাকা এবং জমি অধিগ্রহণ বাবদ আলাদাভাবে ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয়। এছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক "Modern Food Storage Facilities Project (MFSFP)" প্রকল্প এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে দ্বিতীয় মেঘনা রেল সেতু প্রকল্প গ্রহণ করায় উক্ত সংস্থা দু'টি তাদের জমি প্রদানে অপারগতা জানায়। এ কারণে প্রকল্পটির অর্থায়ন ১ম এলওসি-তে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব থাকলেও অবশেষে তা সম্ভব হয়নি।

১৬. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** প্রযোজ্য নয়।

১৭. **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৮. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	মো: ফারুক আলম	উপ-সচিব	পূর্ণকালীন	**২৪/০৩/২০১১ হতে ১৩/০৯/২০১১**

- প্রকল্প পরিচালক বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রকল্পের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নেন। পরবর্তীতে বাস্তবায়নকারী সংস্থার ২ জন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন যা পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে।

১৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাবঃ প্রযোজ্য নয়।

২০. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
(ক) ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট ও ট্রেড প্রট্রোকল চুক্তির অধীন বাংলাদেশের নৌ -পথ ব্যবহার করে ভারতের একস্থান হতে অন্যস্থানে কন্টেইনার পরিবহন; (খ) চট্টগ্রাম/মোংলা সমুদ্র বন্দর হতে অভ্যন্তরীণ নৌ -পথের মাধ্যমে কন্টেইনার পরিচালনা করা; (গ) কার্গো ট্রাফিকের প্রয়োজনে বহুমূখী আর,সি,সি জেটি ও ট্রানজিট সেড নির্মাণ।	প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।

২১. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পটির অর্থায়ন Loc-১ হতে নির্বাহের জন্য নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে তা অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে একনেক সভাকে অবহিত করে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে একই শিরোনামে Loc-২ এর অর্থায়নে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২২. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২২.১ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চূড়ান্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। এছাড়া, প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের পূর্বেই জমি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া উচিত ছিল। প্রকল্পটি জুন, ২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলে নতুন প্রকল্প গ্রহণের

প্রয়োজন হতো না। কন্টেইনার নদী বন্দরটি যদি যথাসময়ে স্থাপন করা সম্ভব হতো তাহলে তুলনামূলক কম ব্যয়ে তা বাস্তবায়ন করা যেত এবং সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেত।

২৩. সুপারিশসমূহঃ

২৩. ১ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চূড়ান্ত করে ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের করতে হবে;

২৩.২ জমি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;

২৩.৩ প্রকল্প অনুমোদনের পর বিলম্ব না করে যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া সমীচীন হবে; এবং

২৩.৪ প্রকল্পটির ওপর একটি External Audit করা যেতে পারে।

হাওর অঞ্চলে ক্যাপিটাল ড্রেজিং দ্বারা নাব্যতা বৃদ্ধি, নিষ্কাসন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদী সমন্বিত নদী সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত জুন, ২০১৮)

০১. **প্রকল্পের নাম** : "হাওর অঞ্চলে ক্যাপিটাল ড্রেজিং দ্বারা নাব্যতা বৃদ্ধি, নিষ্কাসন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদী সমন্বিত নদী সম্ভাব্যতা সমীক্ষা" শীর্ষক প্রকল্প।

০২. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বিআইডব্লিউটিএ ।

০৩. **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় |

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৭৪.৮৭ ৪৭৪.৮৭ --	৪৭৪.৮৭ ৪৭৪.৮৭	৪৭৪.৮০ ৪৭৪.৮০ --	আগস্ট, ২০১৭ হতে এপ্রিল, ২০১৮	আগস্ট, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮	-	আগস্ট, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮	-	২ মাস ২৫%

০৫. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
সিলেট	সিলেট,হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভী বাজার	--
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, নেত্রকোণা,	--
চট্টগ্রাম	বি-বাড়ীয়া, কুমিল্লা	--

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** বাংলাদেশ সরকার

০৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য: ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি করে যাত্রী ও মালামালের সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদ পরিবহনের পাশাপাশি পর্যটন, জলজ পরিবেশ, সেচ সুবিধা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সমীক্ষা পরিচালনা করা ।

০৮. প্রকল্পের পটভূমি :

৮.১ সিইজিআইএস এর তথ্য মতে হাওর এলাকায় ২৭০০ কি: মি: এর বেশি জলপথ রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৩০০ কি: মি: জলপথে সারা বছর নৌ চলাচল করে এবং বাকি পথে শুষ্ক মৌসুমে নৌ চলাচল করতে পারে না। অথচ হাওর অঞ্চলের পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে নৌ পথ। নৌ পথে পরিবহন খরচ যেমন কম তেমনি দুর্ঘটনাও কম হয়। শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় এবং পলি জমে নদী ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে এর পানি ধারণ ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে । ফলে একদিকে যেমন নদীগুলো

নাব্যতা হারাচ্ছে অন্যদিকে এ অঞ্চলে বন্যা ঝুঁকি, জলবদ্ধতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া পর্যটন, জলজ পরিবেশ, সেচ ও অবতরণ সুবিধাগুলোতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। এসব প্রতিবন্ধকতা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে বিআইডাব্লিউটিএ কর্তৃক আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদনঃ** মূল সমীক্ষা প্রকল্পটি সরকারের জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৪৭৪.৮৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১/০৮/২০১৭ হতে ৩০/০৪/২০১৮ মেয়াদে মাননীয় নৌ পরিবহন মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় । পরবর্তীতে ডিপিইসির সুপারিশক্রমে প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২ মাস অর্থাৎ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১০. প্রকল্পেরঅঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতিঃ

(In lakh Taka)

Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
1	2	3	4	5	6
A.Revenue Component :					
Consultancy Services	LS	474.87	LS	474.87	LS
B.Revenue Component :	--	--	--	--	--
C. Physical Contingency	--	--	--	--	--
D. Price Contingency	--	--	--	--	--
Total=		**474.87**	**-**	**474.87**	**-**

১১. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১২. **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৩. **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ২৩/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমীক্ষা সম্পাদনকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সিইজিআইএস কার্যালয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তথ্য সরবরাহ করা হয়।

১৪. **পর্যবেক্ষণঃ**

১৪.১ প্রকল্প এলাকায় ১৮টি নদীর ওপর ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। এ সমস্ত নদী হচ্ছে সুরমা, কুশিয়ারা, কালনী, যাদুকাটা, রক্তি, বোলাই, মনু, করাংগি, জাজনাল, খোয়াই, সুতাং, বালেশ্বরী খাল, তিতাস, পাগলা, বুরি, মগরা, কংস ও আপার মেঘনা। সমীক্ষা এলাকার নৌ-পথের দৈর্ঘ্য ১২০০ কি: মি: । সমীক্ষায় নদীগুলোর ড্রেজিং এবং ড্রেজিংকৃত মাটি ব্যবস্থার বিষয়ে গাইড লাইন দেওয়া হয়েছে। সমীক্ষায় প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন স্থানে ৩৬টি লঞ্চ ঘাট, ২০টি খেয়াঘাট ও ১৫টি টুরিস্ট ঘাটের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এসব ঘাটে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের বিভিন্ন সুবিধাদি ছাড়াও যাত্রীদের বিশ্রামাগার, শৌচাগার ও বিশুদ্ধ খাবার জলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সমীক্ষাটি পরিচালনার লক্ষ্যে যে Methodology ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো- নদীর মরফোলজিক্যাল সার্ভে, প্রকল্প এলাকার বেজলাইন সার্ভে, ট্রাফিক ডাটা সার্ভে, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন, স্থানীয় জনগনের সাথে মতবিনিময় ও কর্মশালা। সমীক্ষার আওতায় ৩টি কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১টি সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এবং বাকী ২টি বিআইডব্লিউটিএ অফিসে। তবে কর্মশালায় পরিকল্পনা কমিশন ও

আইএমইডির কোন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিআইডব্লিউটিএ অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে এবং এ প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ১টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে সমীক্ষার প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

১৪.২ সমীক্ষা প্রতিবেদনে যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ উপস্থাপিত হয়েছে তা হলো- হাওর এলাকায় নদীগুলোতে ১ বছর ব্যাপী ৩৩.৬৭ লক্ষ ঘ:মি: ক্যাপিটাল ড্রেজিং করা প্রয়োজন। পরবর্তী ৭ বছর ৯৫.৯৬৮ লক্ষ ঘ:মি: সংরক্ষণ ড্রেজিংয়ের প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সুরমা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ৮৩০০০ ঘ:মি: বা ১২৫ কি:মি: এবং রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং ২১০ কি:মি: বা ৭০৫০০০ ঘ:মি:। যাদুকাটা-রক্তি নদীর রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং ৮৫০০০ ঘ:মি: বা ২৩.৫ কি:মি:। বাউলাই নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং ২২০০০ ঘ:মি: বা ২৫ কি:মি: ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং ৭১০০০ ঘ:মি: বা ৭১ কি:মি:। মনু নদীর রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং ৩৭০০০ ঘ:মি: বা ১৬.৮ কি:মি:। কোরাঙ্গী নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং ১৮০০০ ঘ:মি: বা ৩৪ কি:মি: ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং ২৫০০০ ঘ:মি: বা ১৩ কি:মি:। সমীক্ষা প্রতিবেদনে নদীর ড্রেজিং এল্যাইনমেন্ট ও ডিজাইন উল্লেখ করা হয়েছে। ড্রেজিং ম্যাটেরিয়াল ফেলার ডাম্পিং স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৪.৩ সমীক্ষাটির আওতায় পরিবেশগত প্রভাব নিরুপন করা হয়েছে। সমীক্ষাটি পর্যবেক্ষণান্তে দেখা যায় যে, পুন:খনন ও ড্রেজিংকালে পরিবেশের ওপর কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এগুলো হচ্ছে-

- প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে শব্দদূষণ বাড়বে;
- পানির গুণগতমান প্রকল্পের কাজ চলাকালীন খারাপ হবে;
- ড্রেজিং কাজ চলাকালীন মাছের আবাসস্থলের জন্য সাময়িকভাবে সমস্যা তৈরী হবে;
- বন্য প্রাণী সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হবে; এবং
- ড্রেজিং কাজ চলাকালীন ধুলাবালির মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ হবে;
- ড্রেজিংকৃত মাটি উপযুক্ত স্থানে না ফেললে নদী বা ফসলের ক্ষতি হবে;

সমীক্ষাটির ওপর ভিত্তি করে কোন প্রকল্প নেওয়া হলে এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে পরিবেশের ওপর অনেকগুলো ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এগুলো হচ্ছে-

- নৌ- চলাচল বৃদ্ধি পাবে, পরিবহণ খরচ হ্রাস পাবে এবং স্থলপথে ট্রাফিক জ্যাম ও দুর্ঘটনা কমবে;
- বন্যার প্রকোপ ও জলাবদ্ধতা কমবে এবং ফলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে;
- পানির গুণগত মান ভালো হবে এবং নদীতে মাছের উৎপাদন বাড়বে;
- শুষ্ক মৌসুমে গৃহস্থালি কাজে নদীর পানি ব্যবহার করা যাবে;
- মাছের উৎপাদন বাড়বে এবংনদী তীরের ফসলি জমির সেচ সুবিধা বাড়বে;
- পর্যটন সুবিধা ও এলাকার সৌন্দর্য বাড়বে যা দেখার জন্য পর্যটক আসবে; এবং
- সার্বিকভাবে এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে।

১৪.৪ সমীক্ষাটির আওতায় ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পের মূলধন ব্যয় এবং অপারেশন ও মেনটেইন্যান্স ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের Net Present Value (NPV) হচ্ছে ২০১৮৩.৮০ লক্ষ টাকা, Benefit Cost Ratio (BCR) ১.০৮ এবং Internal Rate of Return (IRR) ১৩%।

১৫. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** ক্রয় পরিকল্পনা Consultancy Service-এর ০১টি প্যাকেজে পরামর্শক সেবা ক্রয়ের OTM (NCT) পদ্ধতিতে সংস্থান রয়েছে। পরামর্শক সেবা OTM (NCT) পদ্ধতিতে ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে যার তথ্যাদি নিম্নরুপঃ

ক্রয়কার্য (Service)-এর নাম	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
SD-১ পরামর্শক সেবা ক্রয়:	৪৭৪.৮০	১৩/০৭/২০১৭	২৮/১২/২০১৭	৩০/০৯/২০১৭	২৭/০৬/২০১৮

১৬. **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের (Service)-ক্রয়ের চুক্তিসমূহের মধ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান, বিভিন্ন প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নোটিশ প্রদান (NOA), চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য প্যাকেজের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে । পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত প্যাকেজের পরামর্শক সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে ।

১৭. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
এ.এস.এম মাসরেকুল আরেফিন	নির্বাহী প্রকৌশলী বিআইডব্লিউটিএ	খন্ডকালীন	১৫/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০১৮

১৮. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

উদ্দেশ্যে	অর্জন
ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি করে যাত্রী ও মালামালের সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদ পরিবহনের পাশাপাশি পর্যটন, জলজ পরিবেশ, সেচ সুবিধা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সমীক্ষা পরিচালনা করা ।	ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি করে যাত্রী ও মালামালের সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদ পরিবহনের পাশাপাশি পর্যটন, জলজ পরিবেশ, সেচ সুবিধা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে

১৯. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** সমীক্ষা প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি, হাওর এলাকার জলজ পরিবেশ, সেচ সুবিধা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সমীক্ষা সম্পাদন। এ লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রতিবেদনে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে দিক থেকে সমীক্ষা প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

২০. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২০.১ সমীক্ষা প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি, তবে ২৫% টাইম ওভার রান হয়েছে।

২১. **সুপারিশসমূহঃ**

২১.১ প্রকল্প থেকে সঠিক সময়ে সুফল প্রাপ্তি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন/পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করা উচিত যাতে প্রকল্পের Time Over Run না ঘটিয়ে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা যায়;

২১.২ সমীক্ষা প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে হাওর এলাকায় নদীগুলোর নাব্যতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;

২১.৩ সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় মনু নদের নাব্যতা উন্নয়নে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও সংরক্ষণ ড্রেজিংয়ের কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, মনু নদের একাংশ বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ইতোমধ্যে ড্রেজিং করা হয়েছে এবং অপর অংশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদের সম্পূর্ণ অংশ সংরক্ষণ ড্রেজিং করা হবে বলে জানা যায়। তাই ভবিষ্যতে হাওর এলাকায় কোন প্রকল্প হাতে নেওয়া হলে মনু নদের অংশ বাদ দেওয়া সমীচীন হবে; এবং

২১.৪ ভবিষ্যতে সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় সেমিনার/কর্মশালায় আএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কেননা এটি যেমন একদিকে প্রকল্প মনিটরিং ও সুপারভিশন হয়ে যায় অন্যদিকে কর্মশালা হতে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়।

Feasibility Study for Development of Teknaf, Cox's Bazar (Kasturaghat), Chhatak, Faridpur and Nowapara River Ports and some other ferry ghats & jetties at various locations (Revised) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সমাপ্ত জুন, ২০১৮

০১. **প্রকল্পের নাম** : "Feasibility Study for Development of Teknaf, Cox's Bazar (Kasturaghat), Chhatak, Faridpur and Nowapara River Ports and some other ferry ghats & jetties at various locations (Revised)".

০২. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বিআইডাব্লিউটিএ ।

০৩. **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় |

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৯১.৪৩ ৪৯১.৪৩	--	৪৯০.২০ ৪৯০.২০	এপ্রিল, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭	এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮	-	এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮	-	৬ মাস ৬৬%

০৫. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
সিলেট	সুনামগঞ্জ	ছাতক
খুলনা	যশোর	নোয়াপাড়া
চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, টেকনাফ

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** জিওবি।

০৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য: অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সুবিধার্থে বিভিন্ন নদী বন্দরে অবকাঠামো ও ফেরীঘাট নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন।

০৮. প্রকল্পের পটভূমি :

৮.১ প্রকল্পের পটভূমি: বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ফেরিঘাট ও নদীবন্দর রয়েছে যেখানে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব পরিলক্ষিত হয় । অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) দেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে এ পর্যন্ত ২৮টি নৌ-বন্দর স্থাপন করেছে। এর মধ্যে কিছু বন্দরে যাত্রী পারাপার ও মালামাল পরিবহনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। নৌ-বন্দরসমূহের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে বিআইডব্লিউটিএ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে যার ডিপিপি প্রণয়নাধীন। সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী সঠিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ব্যতীত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা যাবেনা। কাজেই নদীবন্দরসমূহে ফেরিঘাট ও মালামাল পরিবহন এবং যাত্রী সাধারণের নির্বিঘ্নে চলাচলের সুবিধার্থে বিভিন্ন নদী বন্দরে অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদনঃ** মূল সমীক্ষা প্রকল্পটি সরকারের জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৪৯১.৪৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১/০৪/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ মেয়াদে মাননীয় নৌ পরিবহন কর্তৃক অনুমোদিত হয় । পরবর্তীতে ডিপিইসির সুপারিশক্রমে প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৬ মাস অর্থাৎ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১০. **প্রকল্পেরঅঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতিঃ**

(In lakh Taka)

Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
১	২	৩	৪	৫	৬
A.Revenue Component :					
Consultancy Services	LS	৪৯১.৪৩	LS	৪৯০.২০	LS
B.Revenue Component :	--	--	--	--	--
C. Physical Contingency	--	--	--	--	--
D. Price Contingency	--	--	--	--	--
Total=		৪৯১.৪৩	-	৪৯০.২০	-

১১. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১২. **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৩. **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ২৩/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমীক্ষা সম্পাদনকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সিইজিআইএস কার্যালয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়।

১৪. **পর্যবেক্ষণঃ**

১৪.১ প্রকল্পটির আওতায় ৫টি নৌ-বন্দর স্থাপনের লক্ষ্যে বর্ণিত কার্যক্রম সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এ নৌ-বন্দরসমূহ হল- কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার সদর, সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলা, ফরিদপুর সদর উপজেলা, যশোরের নোয়াপাড়া উপজেলা। ৫টি উপকূলীয় এলাকায় কোস্টাল জেটি স্থাপনের লক্ষ্যে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এ সমস্ত উপকূলীয় এলাকা হচ্ছে-

চট্টগ্রামের বাঁশখালী, কক্সবাজারের কুতুবদিয়া ও টেকনাফ। এছাড়া, ৪টি ফেরিঘাট নির্মাণের নিমিত্ত সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এগুলো হচ্ছে- মানিকগঞ্জ জেলার আরিচা ফেরিঘাট, পাবনার নরদাহ ফেরিঘাট, কক্সবাজার সদর ও মহেশখালী ফেরিঘাট। সমীক্ষাটি পরিচালনার লক্ষ্যে যে Methodology ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো- নদীর মরফোলজিক্যাল সার্ভে, প্রকল্প এলাকার বেজলাইন সার্ভে, ট্রাফিক ডাটা সার্ভে, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন, স্থানীয় জনগনের সাথে মতবিনিময় ও কর্মশালা। সমীক্ষার আওতায় ২টি কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে। যা বিআইডব্লিউটিএ অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে । বর্ণিত কর্মশালায় পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডির কোন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিআইডব্লিউটিএ অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে এবং এ প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ১টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে সমীক্ষার প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

১৪.২ সমীক্ষা প্রতিবেদনে যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা হয়েছে তা হলো-

- নদীবন্দর ও ফেরিঘাট স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ;
- নদী বন্দর স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন অবকাঠামোগত ও সুবিধাদির উন্নয়ন;
- আরসিসি জেটি ও আরসিসি উন্মুক্ত ইয়ার্ড নির্মাণ;
- নদী বন্দর এলাকায় আরসিসি ও এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ;
- ওপেন শেডেড স্টোরেজ নির্মাণ;
- নদী রক্ষা বাঁধ নির্মাণ কাজ;
- নদীবন্দর এলাকায় ও এ্যাপ্রোচ চ্যানেলে ক্যাপিটাল ও সংরক্ষণ ড্রেজিং;
- স্টীল জেটি ও স্পাড নির্মাণ এবং
- নদী বন্দর এলাকায় টিকেট কাউন্টার, যাত্রী ছাউনী, ব্যারাক, স্টোররুম, পাম্প হাউজ, পাইলট হাউজ ও শৌচাগার স্থাপন;

১৪.৩ সমীক্ষাটির আওতায় পরিবেশগত প্রভাব নিরুপন করা হয়েছে। সমীক্ষাটি পর্যবেক্ষণান্তে দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজ চলাকালীন পরিবেশের ওপর কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এগুলো হচ্ছে-

- নির্মাণ কাজের কারণে শব্দদূষণ বাড়বে;
- পানির গুণগত মান প্রকল্পের কাজ চলাকালীন খারাপ হবার সম্ভাবনা রয়েছে;
- ড্রেজিং কাজ চলাকালীন মাছের আবাসস্থলের জন্য সাময়িক সমস্যা তৈরী হবে;
- ড্রেজিংকৃত মাটি উপযুক্ত স্থানে না ফেললে নদী ও নদী তীরবর্তী জমির ফসলের ক্ষতি হবে;

সমীক্ষাটির ওপর ভিত্তি করে কোন প্রকল্প গৃহীত হলে এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে বেশ কিছু সুবিধা অর্জন করা সম্ভব হবে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ;

- অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃদেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ বাড়বে;
- চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের আগত সিমেন্ট, ক্লিংকার, কয়লা, ফ্লাইএ্যাস, সার, লোহা, পাথর ও অন্যান্য কাঁচামাল নদী বন্দর দিয়ে বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করা সহজতর হবে;
- ফেরিরুট প্রতিষ্ঠা হলে জলপথে যাতায়াতের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং পর্যটনের সুবিধা বাড়বে;
- অভ্যন্তরীণ জলপথে যাত্রীসাধারণ ও কার্গো চলাচলের সুবিধাদি বৃদ্ধি পাবে;
- উপকূলীয় এলাকার মানুষ নৌ-পথে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে; এবং
- সার্বিকভাবে প্রকল্প এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে।

১৫. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** ক্রয় পরিকল্পনায় Consultancy Service-সংক্রান্ত ০১টি প্যাকেজে OTM (NCT) পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান ছিল। পরামর্শক সেবা OTM (NCT) পদ্ধতিতে ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে যার তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

ক্রয়কার্য (Service)-এর নাম	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬

SD-১ পরামর্শক সেবা ক্রয়:	২৯/০৬/২০১৭ ৪৯০.২০	০৯/০৫/২০১৭	৩০/১২/২০১৭	২০/০৬/২০১৮	২০/০৬/২০১৮

১৬. **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের সেবা ক্রয় প্রক্রিয়ায় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান, বিভিন্ন প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নোটিশ প্রদান (NOA), চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য প্যাকেজের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত প্যাকেজের পরামর্শক সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

১৭. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
জনাব মো: মিজানুর রহমান ভূঁইঞা	তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিআইডব্লিউটিএ	অতিরিক্ত	২২/০৬/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০১৮

১৮. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

উদ্দেশ্যে	অর্জন
অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সুবিধার্থে বিভিন্ন নদী বন্দরে অবকাঠামো ও ফেরীঘাট নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সুবিধার্থে বিভিন্ন নদী বন্দরে অবকাঠামো ও ফেরীঘাট নির্মাণের লক্ষ্যে সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে।

১৯. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ :** সমীক্ষা প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সুবিধার্থে বিভিন্ন নদী বন্দরে অবকাঠামো ও ফেরীঘাট নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন। এ লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রতিবেদনে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে দিক থেকে সমীক্ষা প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

২০. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২০.১ সমীক্ষা প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ৬৬% টাইম ওভার রান হয়েছে।

২১. **সুপারিশসমূহঃ**

২১.১ প্রকল্প থেকে সঠিক সময়ে সুফল প্রাপ্তি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন/পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করা উচিত যাতে প্রকল্পের Time Over Run না ঘটিয়ে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়;

২১.২ সমীক্ষা প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন নদীবন্দরের উন্নয়ন ও ফেরিঘাট নির্মাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;

২১.৩ কক্সবাজারের মহেশখালী-বাঁকখালী চ্যানেলটি ক্যাপিটাল ড্রেজিং করা হয়েছে এবং বর্তমানে সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ চলছে। আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প নেওয়া হলে কক্সবাজারের মহেশখালী-বাঁকখালী চ্যানেলের ড্রেজিং কার্যক্রম বাদ দিতে হবে;

২১.৪ সমীক্ষা প্রকল্পের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে গুরুত্ব বিচারে নোয়াপাড়া বন্দরের জন্য আলাদাভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে;

২১.৫ সমাপ্ত প্রকল্পটির ওপর একটি External Audit সম্পাদন করা যেতে পারে; এবং

২১.৬ ভবিষ্যতে সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় সেমিনার/কর্মশালায় কার্যকর মনিটরিং ও সুপারভিশনের জন্য আএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

মোংলা বন্দরের জন্য তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৮)

০১. প্রকল্পের নাম : মোংলা বন্দরের জন্য তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

০২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : **মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।**

০৩. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২৪১৪.০০ ২৪১৪.০০ --	৩২৪৪.৬৩ ৩২৪৪.৬৩ --	৩০৭৭.৮০ ৩০৭৭.৮০	জুলাই,২০১৬থেকে জুন, ২০১৮	জুলাই,২০১৬থেকে জুন, ২০১৮	--	জুলাই,২০১৬থেকে জুন, ২০১৮	২৭.৪৬%	--

০৫. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	বাগেরহাট	**মোংলা**

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

মোংলা বন্দর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সমুদ্রগামী জাহাজ কিংবা তেলবাহী ট্যাংকার দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে তৈলাক্ত পদার্থ নিসৃত হলে উক্ত জলযানের সাহায্যে উহা সংগ্রহপূর্বক অপসারণ এবং পরিবেশ সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন।

০৮. **প্রকল্পের পটভূমি :**

৮.১. মেরিন পলিউশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৭ বলে বাংলাদেশ জলসীমায় জাহাজ হতে তেল বা বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ, জাহাজ হতে উপকূলে বা বন্দরে বর্জ্য স্থানান্তর, সমুদ্র তলদেশ হতে খনিজ সম্পদ অন্বেষণ, অয়েল পাইপ লাইন স্থাপন এবং অফশোর অয়েল ইনষ্টলেশন নিয়ন্ত্রণের বিধান রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকাংশে নৌ-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে যা চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। ক্রমমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে বাংলাদেশে নৌযান চলাচলের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তেল ও গ্যাসের সন্ধান এবং উত্তোলন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে নদীতে তেল উপচে পড়ার ঘটনার ঝুকিঁও বাড়ছে।

৮.২ মোংলা বন্দর বঙ্গোপসাগরের ১৩১ কি:মি: উজানে অবস্থিত। এ দীর্ঘ চ্যানেল বিশ্ব ঐতিহ্য "সুন্দরবন" দ্বারা পরিবেষ্টিত। মোংলা বন্দরের সাথে দেশের অন্যান্য স্থানের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত নয় বিধায় বাণিজ্যিক জাহাজের অধিকাংশ পণ্য লাইটার ভেসেল/বার্জের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। এসব ভেসেলসমূহ চলাচলের জন্য প্রধানত সুন্দবনের চ্যানেলে (পশুর নদী) ব্যবহার করে থাকে।

৮.৩ গত ২০১৪ সালের ৯ ডিসেম্বর সুন্দরবনের শ্যালা নদীতে তেলবাহী ট্যাংকার দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে অপরিশোধিত তেলের নি:সরণ ঘটে। মোংলা বন্দরে নিসৃত তেল অপসারণ করার কোন প্রকার ইকুইপমেন্ট/জাহাজ না থাকায় উক্ত নিসৃত তেল দ্রুত অপসারণ করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে এরূপ দূর্ঘটনা মোকাবিলা করার জন্য মোংলা বন্দরের একটি নিসৃত তেল অপসারণকারী জাহাজ থাকা আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে "মোংলা বন্দরের জন্য নি:সৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদন :** প্রকল্পটি গত ২১ আগষ্ট, ২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

১০. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

- ১টি জলযান সংগ্রহ

১১. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**ভ্রমণ ব্যয়**	থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৭	থোক
২.	রেজিষ্ট্রেশন	থোক	১০.০০	থোক	০.০০	থোক
৩.	এলসি চার্জ	থোক	৬৩.০০	থোক	৬২.৬৫	থোক
৪.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক
৫.	স্টেশনারী	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক
৬.	টিওসি,টিইসি,পিআইসি এবং পিএসসি কমিটির সম্মানী ভাতা	থোক	০.৩৮	থোক	০.৩৮	থোক
৭.	সিএন্ডএফ চার্জ	থোক	৭.২৫	থোক	৬.৯৯	থোক
৮.	জলযান (ট্রেনিং, টেস্টিং ও কমিশনিংসহ)	সংখ্যা	২৩৫০.০০	১টি ১০০%	২২৬২.৬৩	১টি ১০০%
৯.	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	২.০০	১০০%	২.০০	১০০%
১০.	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার এবং ফ্যাক্স	সেট	১.০০	১০০%	০.৯৭	১০০%
১১.	অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র	সংখ্যা	২.০০	১০০%	১.৪৮	১০০%
১২.	মূলধন খাতে সিডি ভ্যাট	সংখ্যা	৮০০.০০	০১টি	৭৩১.৭৩	--
	মোট :		৩২৪৪.৬৩	১০০%	৩০৭৭.৮০	১০০%

১২. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৩. **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে :

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরজমিনে পরিদর্শন
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪. **প্রকল্প পরিদর্শন :** ০৮/০৪/২০১৯ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সহকারী প্রকোশলী উপস্থিত ছিলেন।

১৫. **পর্যবেক্ষণ :**

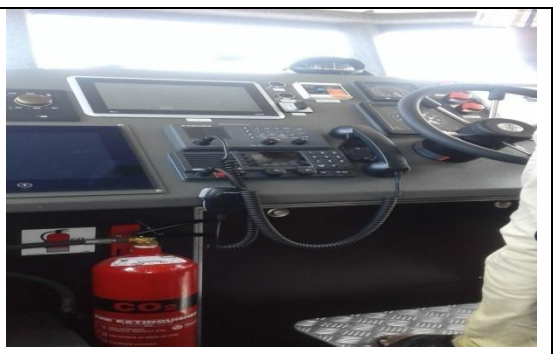
১৫.১ প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে মোংলা বন্দরে নি:সৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ। এ জলযানটি ফিনল্যান্ডে অবস্থিত Lamor কোম্পানীতে নির্মিত হয়েছে। গত ১১/০৩/২০১৮ তারিখে উক্ত জলযানটি মোংলা বন্দরে পৌঁছে বলে জানা যায়। জলযানটির General Specification নিম্নরূপ:

দৈর্ঘ্য ১২ মিটার, প্রস্থ ৪.৫ মিটার, গভীরতা ৬-৭ মিটার, লোডেড ড্রাফট ১.৪ মিটার, গতি ১২ নটস। প্রতি মিনিটে তেল অপসারণের ক্ষমতা ৬০ ঘ:মি:। পরিদর্শনে লক্ষ্য করা যায় যে, ক্রয়কৃত জাহাজটির ডিপিপিতে বর্ণিত Specification সমূহ যথাযথ রয়েছে। জাহাজটির Navigational এবং Fire Fightings-এর অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে PSI সম্পাদনপূর্বক জাহাজটি Acceptance কমিটি কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট চালকের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, জাহাজটি অপারেশন করার পর এ পর্যন্ত কোন গোলযোগ দেখা দেয়নি। এছাড়া, জাহাজটির ১ বৎসর ওয়ারেন্টি পিরিয়ড রয়েছে। প্রকল্পটির অধীনে জাহাজ পরিচালনার জন্য মোংলা বন্দরের ১৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এসব জনবল জাহাজটি পরিচালনা করছে।



ছবি : প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত তেল অপসারণকারী জাহাজ





ছবি : জাহাজের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি

১৬. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** ক্রয় পরিকল্পনা Goods-এর ০১টি প্যাকেজে ০১টি জাহাজ OTM (ICT) পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান ছিল। জাহাজটি OTM (ICT) পদ্ধতিতে ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে যার তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

ক্রয়কার্য (Goods) এর নাম	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
নিসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ (১টি)	২২৫৭.০০	২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬	চুক্তি স্বাক্ষর: ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ এলসি খোলা: ২৩ জানুয়ারি, ২০১৭	৩০মার্চ, ২০১৮	০৬ মার্চ, ২০১৮

১৭. **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের ০১টি জাহাজ (Goods)-ক্রয়ের চুক্তিসমূহের মধ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান, বিভিন্ন প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নোটিশ প্রদান (NOA), চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য নমুনায়ন হিসেবে প্যাকেজের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে । এতে দেখা যায় যে, উক্ত প্যাকেজের জাহাজটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৮. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	জনাব এম অলি উল্লাহ	কমান্ডার, বিএন হারবার মাস্টার	খন্ডকালীন	**০৭/১১/২০১৬**

১৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাবঃ

সম্প্রতি বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রকল্পটির প্রভাব এখনও নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তবে মোংলা বন্দর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সমুদ্রগামী জাহাজ কিংবা তেলবাহী ট্যাংকার দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে তৈলাক্ত পদার্থ নিসৃত হলে উক্ত জলযান দ্বারা দ্রুত সময়ে তেল সংগ্রহ করে অপসারণ করা সম্ভব হবে এবং পারিপার্শ্বিক ও সামুদ্রিক জীব বৈচিত্রের পরিবেশ সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

২০. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
মোংলা বন্দর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সমুদ্রগামী জাহাজ কিংবা তেলবাহী ট্যাংকার দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে তৈলাক্ত পদার্থ নিসৃত হলে উক্ত জলযানের সাহায্যে উহা সংগ্রহপূর্বক অপসারণ এবং পরিবেশ সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন।	প্রকল্পটির অধীনে ১টি নিসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ করা হয়েছে। এ জলযানের সাহায্যে তেল অপসারণ এর পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

২১. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

২২. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২২.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে কোন সমস্যা উদ্ভুত হয়নি। প্রকল্প পরিচালকের কর্মপরিকল্পনা, দক্ষতা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার তদারকিতে জাহাজটি যথাসময়ে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত জাহাজটি Classification Society ও

Acceptance কমিটির সুপারিশ মোতাবেক গ্রহণ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। জাহাজটির warranty period এখনও শেষ হয়নি। বর্তমানে জাহাজটি অপারেশন কাজের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

২৩. সুপারিশসমূহঃ

২৩. ১ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত জাহাজটির warranty period উত্তীর্ণ হওয়ার পর এর মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২৩.২ প্রকল্পটির ওপর একটি External Audit সম্পাদন করা সমীচীন হবে এবং

২৩.৩ ভবিষ্যতে বাস্তবায়নযোগ্য এ ধরণের প্রকল্পের PSI-তে মন্ত্রণালয় ও সংস্থার পাশাপাশি পরিকল্পনা কমিশন এবং আইএমইডি'র প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ড্রেজিং শীর্ষক **সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৮)

০১. **প্রকল্পের নাম** : "পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ড্রেজিং" প্রকল্প।

০২. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : **মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।**

০৩. **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৫৮৪৬.০০ ৫৮৪৬.০০ --	-- -- --	৩.০০ ৩.০০ --	জুলাই, ২০০৬ থেকে জুন, ২০০৯	--	--	জুলাই,২০০৬ থেকে জুন, ২০১৮		০৯ বছর (৩০০%)

০৫. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	বাগেরহাট	**মোংলা**

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

মোংলা বন্দরের এ্যাংকোরেজ এলাকায় ৯ মিটার এর অধিক ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং করার লক্ষ্যে আউটার বার এলাকায় নাব্যতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

০৮. **প্রকল্পের পটভূমি :**

৮.১. বঙ্গোপসাগর হতে মোংলা বন্দরের চ্যানেলের প্রবেশপথে কম গভীরতা সম্পন্ন একটি প্রশস্ত বার রয়েছে যা আউটার বার নামে পরিচিত। স্বাভাবিক জোয়ারে এই আউটার বারে এলাকায় সর্বোচ্চ ৮.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ আগমন-নির্গমন করতে পারে। কিন্তু চ্যানেলের এ্যাংকোরেজ এলাকায় ৯ মিটার এর অধিক ড্রাফটের জাহাজ বার্থের সুযোগ থাকলেও আউটার বার এলাকায় কম গভীরতার কারণে ৮.৫ মিটারের অধিক ড্রাফটের জাহাজ প্রবেশ করতে পারে না। উক্ত এলাকার গভীরতা বৃদ্ধি করে মোংলা বন্দরে ৯ মিটার এর অধিক ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং-এর সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদন :** প্রকল্পটি গত ২৭/০৯/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

১০. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

- ৩১.৯৬ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং।

১১. **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
নং			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	Dredging at outer bar area	৩১.৯৬ ল:ঘ:মি:	৫৭৫৮.২০	১০০%	০.০০	০%
২.	Pre & Post Work Hydrography Survey	থোক	৩০.০০	১০০%	০.০০	০%
৩.	Contingency	থোক				
৪.	Monitoring by Hydraulic experts including Hydrological and morphological impacts by mathematical modeling	থোক	৫০.০০	থোক	০.০০	০.০০
৫.	Procurement of Computer and Office equipment	থোক	২.০০	১০০%	৩.০০	থোক
৬.	Others	থোক	৫.৮০			
	Total :		৫৮৪৬.০০		৩.০০	

১২. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** প্রকল্পের আওতায় কোন অঙ্গের কাজ বাস্তবায়িত হয়নি।

১৩. **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে :

- ✧ প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- ✧ পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- ✧ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪. **প্রকল্প পরিদর্শন :** ০৮/০৪/২০১৯ তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সহকারী প্রকোশলী উপস্থিত ছিলেন।

১৫. **পর্যবেক্ষণ :**

১৫.১ প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে মোংলা বন্দরের এ্যাংকোরেজ এলাকায় ৯ মিটার এর অধিক ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং করার লক্ষ্যে আউটার বার এলাকায় নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩১ .৯৬ ল:ঘ:মি: ড্রেজিং। প্রস্তাবিত ড্রেজিং কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে পরপর ০৬ বার দরপত্র আহ্বান করা হয় মর্মে জানা যায়। ১ম পাঁচবার কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি। ৬ষ্ঠ বার ফ্রান্সের একটি প্রতিষ্ঠান হতে দরপত্র পাওয়া যায় যা, অনুমোদিত দর অপেক্ষা প্রায় ৯২ % বেশী। গত ২৯/০১/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত নৌ -পরিবহন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় কারিগরী উপযোগিতা বিবেচনায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমীচীন হবেনা মর্মে 'একনেক' সভাকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গত ১৭ /০৯/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পের সার -সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলে বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পটি সংশোধনের নির্দশনা দেয়া হয়। উক্ত নির্দেশনার আলোকে প্রকল্পের আরডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। পুনর্গঠিত আরডিপিপি একনেক সভায় বিবেচনার জন্য এর সার -সংক্ষেপ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী বরাবরে উপস্থাপন করা হলে তিনি বর্ণিত প্রকল্পটির পরিবর্তে নতুন প্রকল্প গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে গত ১৪ /১১/২০১৭ তারিখে প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে একনেক সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং প্রকল্পটি সমাপ্তপূর্বক "মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটার বারে ড্রেজিং" নামে নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

১৫.২ প্রকল্পটির ব্যয় প্রাক্কলন যথাযথভাবে করা হয়নি বলে মনে হয়। যার কারণে ৬ বার দরপত্র আহ্বান করা হলেও কোন রেসপনসিভ দরদাতা পাওয়া যায়নি। এতে করে সরকারের অর্থ অপচয় হয়েছে। প্রকল্পটি জুন , ২০০৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। ২০০৯

সালের মধ্যে যদি ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পাদন সম্ভব হতো তাহলে মোংলা বন্দরের জাহাজ হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি পেত। এর ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেত।

১৬. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** প্রযোজ্য নয়।

১৭. **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৮. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	জনাব সালমা আক্তার	উপপ্রধান প্রকৌশলী (হাইড্রোলিক্স)	খন্ডকালীন	**০৫/১২/২০০৬**
২.	জনাব মো: কাওসার আলী	উপপ্রধান প্রকৌশলী (হাইড্রোলিক্স)	খন্ডকালীন	**১১/১১/২০০৮**
৩.	জনাব মো: বজলুর রহমান	উপপ্রধান প্রকৌশলী (হাইড্রোলিক্স)	খন্ডকালীন	**০১/১০/২০১৪**

১৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাবঃ প্রযোজ্য নয়।

২০. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
আউটার বার এলাকায় গভীরতা বৃদ্ধি করে মোংলা বন্দরে ৯ মিটার এর অধিক ড্রাফট এর জাহাজ হ্যান্ডলিং এর সুযোগ সৃষ্টি করা।	প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।

২১. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিং কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে পরপর ০৬ বার দরপত্র আহ্বান করা হয়। ১ম পাঁচবার কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি। ৬ষ্ঠ বার ফ্রান্সের একটি প্রতিষ্ঠান হতে দরপত্র পাওয়া যায় যা , অনুমোদিত দর অপেক্ষা প্রায় ৯২ % বেশী। কারিগরী উপযোগিতা বিবেচনায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমীচীন হবেনা মর্মে পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে 'একনেক' সভাকে অবহিত করে প্রকল্পটি এডিপি হতে বাদ দেয়া হয়। বর্তমানে "মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটার বারে ড্রেজিং" নামে নতুন প্রকল্প একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২২. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২২.১ প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে মোংলা বন্দরের এ্যাংকোরেজ এলাকায় ৯ মিটার এর অধিক ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং করার লক্ষ্যে আউটার বার এলাকায় নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩১ .৯৬ ল:ঘ:মি: ড্রেজিং। এ ড্রেজিং কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে পরপর ০৬ বার দরপত্র আহ্বান করা হয় মর্মে জানা যায়। ১ম পাঁচবার কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি। ৬ষ্ঠ বার ফ্রান্সের একটি প্রতিষ্ঠান হতে দরপত্র পাওয়া যায় যা অনুমোদিত দর অপেক্ষা প্রায় ৯২% বেশী। যার ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র টেন্ডার আহ্বানের ক্ষেত্রে ৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

২৩. **সুপারিশসমূহঃ**

২৩. ১ ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের সময় অঙ্গভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন বাস্তবভিত্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়;

২৩.২ প্রতিবেশী দেশসমূহের গভীর সমুদ্রে ড্রেজিং অভিজ্ঞতার আলোকে এ ধরণের প্রকল্পের ড্রেজিং কাজের প্রতি ঘনমিটার ব্যয় প্রাক্কলন করা যেতে পারে;

২৩.৩ এ ধরণের প্রকল্পে শুধুমাত্র সার্ভে চার্টের ওপর নির্ভর না করে বিস্তারিত সমীক্ষার আলোকে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সমীচীন হবে;

২৩.৪ প্রকল্পটির ওপর একটি External Audit করা যেতে পারে; এবং

২৩.৫ নাব্যতা রক্ষায় নিয়মিত ড্রেজিং ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।

সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধন) শীর্ষক **সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৮)

০১. **প্রকল্পের নাম** : "সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধন)" শীর্ষক প্রকল্প।

০২. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

০৩. **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় |

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৩৬৫০.০০ ৩৬৫০.০০ --	৩৯৪৩.২৬ ৩৯৪৩.২৬ --	৩৯৪৩.০০ ৩৯৪৩.০০ --	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮	-	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮	৮.০৩%	-

০৫. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	কুড়িগ্রাম	ভূরুঙ্গামারী

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** বাংলাদেশ সরকার

০৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য: বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আমদানি-রপ্তানিকৃত দ্রব্য সামগ্রী নিরাপদে সংরক্ষণ ও পণ্য সামগ্রী আনা-নেয়ার সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন।

০৮. প্রকল্পের পটভূমি ও মূল কার্যক্রম:

৮.১ প্রকল্পের পটভূমি: বিশ্বায়নের এ যুগে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে স্থল পথে ব্যবসা বাণিজ্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীনতার পর হতে স্থল পথে আমদানি-রপ্তানির স্থলবন্দর সমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বিগত ২৮/০৭/১৯৯৬ তারিখে এসআরও নং-১৬৭৭/৯৬/কাস্টমস্ সোনাহাটকে ল্যান্ড কাস্টমস্ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এলসি স্টেশন থাকাকালীন সোনাহাট শুল্ক স্টেশনে আমদানি-রপ্তানিকৃত মালামাল সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ব্যবসায়ীরা নিজ উদ্যোগে পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু ইয়ার্ড সমূহ কাঁচা জায়গা/মাটি উপর থাকায় মালামার সমূহ সংরক্ষণে অসুবিধার সম্মূখীন হতো। এছাড়া কোন প্রকার ওজন যন্ত্র না থাকায় আমদানি-রপ্তানিকৃত মালামালসমূহ ওজন করা সম্ভব হতো না। ফলে সরকার বিপুল রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হতো। যার ফলে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও আমদানি-রপ্তানি পণ্য সংরক্ষণ সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সালে সোনাহাট এলসি স্টেশনকে সোনাহাট স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করে যা, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। সোনাহাট স্থলবন্দরের মাধ্যমে ভারতীয় সেভেন সিস্টারস খ্যাত আসাম ও মেঘালয় রাজ্যের সাথে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণ এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদনঃ** মূল প্রকল্পটি সরকারের জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৩৬৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৮ মেয়াদে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় । পরবর্তীতে প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প ব্যয় ৩৯৪৩.২৬ লক্ষ টাকায় উন্নীত করে মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বিশেষ সংশোধন করা হয় । সর্বশেষ প্রকল্পটির বিভিন্ন অঙ্গের পরিমাণ ও মূল্য হ্রাস পাওয়ায় কিছু টাকা সাশ্রয় হয়। সাশ্রয়কৃত অর্থ দ্বারা প্রকল্পের আওতায় একটি নতুন গেট ও এলইডি সোলার লাইট স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ম সংশোধন করা হয় যা ০৭/০৬/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১০. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- ১৪.৬৮ একর জমি অধিগ্রহণ
- ৯৪৫৪৮.৮৪ ঘন মিটার ভূমি উন্নয়ন
- ১১৭৩ রানিং মিটার গেট ও গেট হাউজসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- ৬৯০৪ বর্গ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ
- ১৭৫৮৪ বর্গমিটার ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণ
- ১৩১৮.৪০ বর্গমিটার ওয়্যারহাউজ নির্মাণ
- ১৩৫৪ বর্গমিটার অফিস বিল্ডিং, ব্যারাক ও ডরমিটরী বিল্ডিং নির্মাণ।
- ১০৭২ রানিং মিটার আরসিসি ড্রেন
- ১০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি ওয়েব্রীজ স্কেল
- ২টি টয়লেট কমপ্লেক্স নির্মাণ
- বৈদ্যুতিকরণ

১১. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতিঃ

(In lakh Taka)

Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
1	2	3	4	5	6
Revenue Component :					
1) Travel expense	**LS**	5.00	**LS**	2.487	**LS**
2) Stationary	**LS**	4.00	**LS**	2.047	**LS**
3) Advertisement	**LS**	2.00	**LS**	0.6604	**LS**
4) Consultancy	**LS**	10.00	**LS**	1.305	**LS**
5) Honourium/Fee(TOC,POC Steering Committee etc)	**LS**	5.00	**LS**	0.966	**LS**
6) Others	**LS**	5.00	**LS**	1.831	**LS**
Revenue Component :					
7) Land acquisition & compensation	Acre	739.26	14.68 (100%)	739.253	14.68 (100%)
8) Land development	Cum	280.00	94548.84 (100%)	280.00	94548.84 (100%)
9) Boundary wall with gate & gate House	Rm	288.00	1173.00 (100%)	288.00	1173.00 (100%)
10) Construction of Road	Sqm	329.91	6904.00 (100%)	329.91	6904.00 (100%)
11) Open stack yard	Sqm	952.88	17584.00 (100%)	965.70	17584.00 (100%)
12) Construction of Warehouse	Sqm	238.00	1318.40 (100%)	236.342	1318.40 (100%)
13) Construction of office	Sqm	411.00	1354.00	411.303	1354.00

Building			(100%)		(100%)
14) Construction of Drain	Rm	195.00	1072.00 (100%)	195.00	1072.00 (100%)
15) Construction of Public toilet	No.	74.00	02 (100%)	74.00	2.00 (100%)
16) Weighbridge Scale (100 M.ton)	No.	188.50	02 (100%)	188.50	2.00 (100%)
17) Water Supply System	LS	47.00	LS	46.545	LS
18) Electrification with Generator	L.s	134.40	LS	137.333	LS
19) Construction of Watch Tower	nos.	22.00	03(100%)	22.00	3.00 (100%)
20) Weighing scales	nos.	4.00	02 (100%)	3.99	2.00(100%)
21) Furniture	L.s	10.00	LS	9.852	LS
22) Computer	nos.	3.00	03 (100%)	2.65	2.00 (100%)
23) Photocopier	nos.	4.00	02(100%)	3.379	2.00(100%)
Total=		**3943.26**	**-**	**3943.00**	**-**

১২. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৩. **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরজমিনে পরিদর্শন
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪. **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ১২/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সহকারী প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৫. **পর্যবেক্ষণঃ**

১৫.১ ভূমি উন্নয়ন: প্রকল্পের আওতায় ২৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯৪৫৪৮.৮৪ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে।

১৫.২ অফিস বিল্ডিং : অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ৪১১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪০০ বর্গমিটার ভবন নির্মাণের সংস্থান ছিল। প্রকল্পের আওতায় ৪১১.৩০৩ লক্ষ টাকা ব্যয় ৫৩০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ১ তলা অফিস ভবন নির্মাণ, ৩৯৮ বর্গমিটার আয়তনের দ্বিতল ব্যারাক বিল্ডিং, ৪২৬ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি দ্বিতলা ডরমিটরী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

১৫.৩ ওয়্যারহাউজ নির্মাণ: প্রকল্পের আওতায় ২৩৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩০৩ বর্গমিটার ওয়্যারহাউজ নির্মাণের সংস্থান ছিল। মোট ২৩৬.৩৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩১৮.৪০ বর্গমিটার ওয়্যারহাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ওয়্যারহাউজের তিন পার্শ্বে বারান্দার ফ্লোর প্রায় সাড়ে তিন ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট, যা ট্রাকের বডির উচ্চতার সাথে মিলিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। এতে পণ্য সংরক্ষণ বা বের করা সম্ভব হবে।

১৫.৪ ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড: প্রকল্প এলাকায় ৯৬৫.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৬২৯৬ বর্গমিটার ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণে ভূমি উন্নয়ন, ইমপ্রুভ সাব-গ্রেড, সাব-বেজ, বেজকোর্স সহ ৩০০ মি.মিটার পুরুত্বের আরসিসি ঢালাই করা হয়েছে। যাতে লোডেড ট্রাকের চাপে ইয়ার্ড ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

১৫.৫ পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় স্থলবন্দরের নিরাপত্তা রক্ষায় ১১৭৩ রানিং মিটার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ২৮৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বন্দরে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য ৬৯০৪ বর্গমিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা ৩০০ মি.মিটার পুরুত্বে আরসিসি দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল রাস্তা অধিক লোড বিশিষ্ট পণ্যবাহী ভারী যানবাহন চলাচলে সক্ষম মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ অবহিত করেন। প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ২টি ১০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন

ওয়েব্রীজ স্কেল নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের অন্যান্য অংগের মধ্যে ড্রেনেজ সিস্টেম, টয়লেট কমপ্লেক্স, ইলেকট্রিফিকেশন ও ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে।



ছবি: অফিস বিল্ডিং



চিত্র: ব্যারাক ভবন



চিত্র: মেইন গেইট



চিত্র: ডরমিটরী ভবন



চিত্র: ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড ও ওয়েব্রীজ স্কেল



চিত্র: ওয়্যারহাউজ

১৬. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** ক্রয় পরিকল্পনা Goods-এর ০১টি প্যাকেজে পূর্ত কাজ ০৬টি প্যাকেজে OTM (NCT) পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান ছিল। পূর্ত কাজসমূহ OTM (NCT) পদ্ধতিতে ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে যার তথ্যাদি নিম্নরুপঃ

ক্রয়কার্য (works)-এর নাম	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
পূর্ত কাজ-১ : ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর, গেট ও ড্রেন নির্মাণ।		১৫/০৭/২০১৬	১৫/০৯/২০১৬	৩০/০৬/২০১৮	৩০/০৬/২০১৮
পূর্ত কাজ-২ : অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও উন্মুক্ত স্টেক ইয়ার্ড নির্মাণ		১৫/০১/২০১৬	১৫/০৩/২০১৬	৩০/০৬/২০১৮	৩০/০৬/২০১৮
পূর্ত কাজ-৩: ওয়্যারহাউজ ও ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ		০৫/০৭/২০১৭	০৫/০৯/২০১৭	৩০/০৬/২০১৮	৩০/০৬/২০১৮
পূর্ত কাজ-৪: ভবন ও টয়লেট কমপ্লেক্স নির্মাণ		১৫/০১/২০১৭	১৫/০৩/২০১৭	৩০/০৬/২০১৮	৩০/০৬/২০১৮
পূর্ত কাজ-৫: ওয়েব্রীজ স্কেল নির্মাণ		১৫/০৭/২০১৬	১৫/১০/২০১৬	৩০/০৬/২০১৮	৩০/০৬/২০১৮
পূর্ত কাজ-৬: বৈদ্যুতিকরণ		১৫/০৭/২০১৬	১৫/১০/২০১৬	৩০/০৬/২০১৮	৩০/০৬/২০১৮

১৭. **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের (works)-ক্রয়ের চুক্তিসমূহের মধ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান, বিভিন্ন প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নোটিশ প্রদান (NOA), চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য নমুনায়ন হিসেবে ১টি প্যাকেজের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে । এতে দেখা যায় যে, উক্ত প্যাকেজের পূর্ত কাজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৮. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
মো: হাসান আলী	নির্বাহী প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	১৬/১১/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৮

১৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাবঃ সম্প্রতি বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রকল্পটির প্রভাব এখনও নিরূপণ করা যায়নি। তবে প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত সুবিধাদির সৃষ্টি হয়েছে :

- আমদানি-রপ্তানিকৃত মালামাল সংরক্ষণ সুবিধা;
- আমদানি-রপ্তানিকৃত পণ্যবাহী যানবাহন হতে মালামাল সমূহ লোডিং আনলোডিং এর জন্য ইয়ার্ড সুবিধা
- কর্মকর্তা কর্মচারীদের দাপ্তরিক কার্য সম্পাদনের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ
- সরকারের সঠিক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে পণ্যের ওজন পরিমাপের জন্য ওয়েব্রীজ স্কেল স্থাপন
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বসবাসের জন্য ডরমিটরী ভবন নির্মাণ
- বন্দরের নিরাপত্তায় দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীদের বসবাসের জন্য ব্যারাক ভবন নির্মাণ
- কর্মরত শ্রমিক ও ট্রাক ড্রাইভারদের ব্যবহারের জন্য টয়লেট কমপ্লেক্স নির্মাণ
- বন্দরের নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ
- বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ

২০. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

উদ্দেশ্যে	অর্জন
বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আমদানি-রপ্তানিকৃত দ্রব্য সামগ্রী নিরাপদে সংরক্ষণ ও পণ্য সামগ্রী আনা-নেয়ার সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন।	বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আমদানি-রপ্তানিকৃত দ্রব্য সামগ্রী নিরাপদে সংরক্ষণ ও পণ্য সামগ্রী আনা-নেয়ার সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে।

২১. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ** প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

২২. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২২.১ **Cost Over Run** : প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপির তুলনায় বাস্তবায়ন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র ব্যয় ৩৬৫০.০০ লক্ষ টাকা থাকলেও পরবর্তীতে ১বার সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারিত হয় ৩৯৪৩.২৬ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৩৯৪৩.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকল্প ব্যয় ৩৮৩.০০ লক্ষ টাকা (৮.০৩%) বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৩. **সুপারিশসমূহঃ**

২৩.১ প্রকল্প থেকে সঠিক সময়ে সুফল প্রাপ্তি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন/পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রকল্পের Cost Over Run না ঘটিয়ে নির্ধারিত ব্যয়ে সম্পন্ন করা যায়;

২৩.২ বাংলাদেশ ও ভারতের ব্যবসায়ীদের যাওয়া-আসার লক্ষ্যে সোনাহাট স্থল বন্দরে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;

২৩.৩ বন্দর হতে সোনাহাট বাজার পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা সিঙ্গেল লেন বিশিষ্ট এবং খুবই খারাপ থাকায় তা পুনঃনির্মাণ ও ২ লেন বিশিষ্ট করা যেতে পারে;

২৩.৪ বন্দরের অভ্যন্তরে অধিক পরিমান বৃক্ষ রোপণ করা যেতে পারে;

২৩.৫ বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং বন্দরের অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণে জন্য প্রতি বছর প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে; এবং

২৩.৬ কুড়িগ্রাম -সোনাহাট স্থলবন্দর সড়কের দুদ কুমার নদীর উপর একটি ঝুকিপুর্ণ বীজ রয়েছে। উক্ত ব্রীজ দিয়ে ভাড়ী মালামাল বহনকারী যানবহন চলাচল খুবই অসুবিধা হয়। ফলে দুদ কুমার নদীর উপর দ্রুত ব্রীজ নির্মাণ করা প্রয়োজন।

দক্ষিণ অঞ্চলের বিভিন্ন ল্যান্ডিং স্টেশনে বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৮)

০১. প্রকল্পের নাম : "দক্ষিণ অঞ্চলের বিভিন্ন ল্যান্ডিং স্টেশনে বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"।

০২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বিআইডব্লিউটিএ ।

০৩. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ।

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত) মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৩২১৮.০০ ৩২১৮.০০ --	৩২৫০.০০ ৩২৫০.০০ --	৩১২৫.৪৩ ৩১২৫.৪৩ --	মার্চ, ২০১৪ থেকে জুন, ২০১৬	মার্চ, ২০১৪ থেকে জুন, ২০১৮	--	মার্চ, ২০১৪ থেকে জুন, ২০১৮	--	২বছর ১৮৫ %

০৫. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা
বরিশাল	বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা,পটুয়াখালী ও বরগুনা ।
খুলনা	খুলনা ও বাগেরহাট।
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটি।
ঢাকা	ঢাকা সদর ও নারায়ণগঞ্জ সদর।

০৬ **প্রকল্প অর্থায়ন** : সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন।

০৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

ক) দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন নদী বন্দরে যাত্রীদের জন্য সুযোগ- সুবিধা বৃদ্ধিকরণ; এবং

খ) দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্যমান বন্দরগুলোর অবকাঠামোর আধুনিকায়ন ।

০৮. প্রকল্পের পটভূমি ও মূল কার্যক্রম :

৮.১ প্রকল্পের পটভূমি :

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ৪টি নৌ-বন্দর রয়েছে যার মধ্যে বরিশাল, পটুয়াখালীও ভোলাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই বন্দরগুলি বহু পুরাতন। বর্তমানে বন্দরগুলোতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও যাত্রীদের নৌ-যানে উঠা-নামা ও মালামাল পরিবহনের সুযোগ-সুবিধা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। কাজেই বিদ্যমান বন্দরগুলোর অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং নতুন ৩টি (তিন) landing Station নির্মাণের লক্ষ্যে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.২ **প্রকল্প অনুমোদন :** মূল প্রকল্পটি ৩২১৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬ বাস্তবায়ন মেয়াদে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গত ১৪/০৫/২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ০২ বছর বৃদ্ধি এবং প্রকল্প ব্যয় ৩২৫০.০০লক্ষ টাকায় উন্নীত করে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন করা হয় যা নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২০/০৬/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৯. মূল কার্যক্রম :

- ভূমি অধিগ্রহণ ;
- টার্মিনাল ভবন নির্মাণ;
- বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ;
- পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ;
- স্টীল গ্যাংওয়ে ও স্টীল জেটি নির্মাণ;
- ওয়াকওয়ে ও পাইলট রেস্ট হাউজ নির্মাণ ইত্যাদি

১০. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবী	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
মো: মহিদুল ইসলাম	অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ প্রধান প্রকৌশলী	জুন,২০১৪ থেকে বর্তমান	অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত

১১. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতিঃ (পিসিআর অনুযায়ী)

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
				আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(A)	**Revenue Component :**						
০১.	ভাতাদি	থোক	থোক	৩০.০০	থোক	১৫.৮৮	থোক
০২.	প্রিন্টিং ও পাবলিকেশন	থোক	থোক	০৭.০০	থোক	০৬.৮৪	থোক
০৩.	স্টেশনারী	থোক	থোক	০৩.০০	থোক	০২.৯৫	থোক
০৪.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.০৪	থোক
০৫.	যানবাহন ভাড়া	সংখ্যা	২টি	৬০.৮০	২টি	৪১.৩২	(১০০%) ২টি
০৬.	কনসালটেন্সী (ড্রইং, ডিজাইন এবং ডিজাইন সম্পর্কিত কাজ)	থোক	থোক	৬০.০০	থোক	৫০.৯২	থোক
০৭.	মৃত্তিকা পরীক্ষা ও প্রকৌশল জরীপ	থোক	থোক	৩০.০০	থোক	১৭.১২	থোক
	Sub-Total (Revenue) :	--	**--**	**২০৫.৮০**	**--**	**১৪৯.০৭**	**--**
(B)	**Capital Component :**						
০৮.	**ভূমি অধিগ্রহণ :** (ক) আমতলী লঞ্চঘাট -০.৫০	একর	০.৫০	১৫.০০	০.৫০	০.০০	০.০০

০৯.	একর **ভূমি উন্নয়ন :** (ক) আমতলী লঞ্চঘাট	ঘনমিটার	২১.৬০	০৩.৭৮২	২১৬০.০০	৩.৭৮	১০০% (২১৬০.০০)
১০.	**দোতলা টার্মিনাল ভবন নির্মাণ :** (ক) ভোলা লঞ্চঘাট – ৪২০.১৩ বর্গমিটার (খ) রাঙ্গামাটি – ২৪০.০০ বর্গমিটার (গ) কক্সবাজার – ৭১০.০০ বর্গমিটার	বর্গমিটার	১৩৭০.০০	৩৬৪.৮৪	১৩৭০.১৩	৩৬৪.৮৪	১০০% (১৩৭০.১৩)
১১.	**পার্কিং ইয়ার্ড :** (ক) নোয়াখালী – ৪০০.০০ বর্গমিটার (খ) আমতলী লঞ্চঘাট – ১০৮০.০০ বর্গমিটার (গ) পটুয়াখালী পোর্ট – ৯০০.০০	বর্গমিটার	২৩৮০.০০	৪২.৮৮৭	২৩৮০.০০	৪১.৮৯	১০০% (২৩৮০.০০)
১২.	**এম এস স্পাড ৩০" ডায়া :** (ক) বরিশাল বিভাগ - ২২ টি (খ) পটুয়াখালী পোর্ট – ২টি (গ) পটুয়াখালী বিভাগ – ১৮টি (ঘ) আমতলী - ২টি (ঙ) খুলনা বিভাগ – ১৬টি (চ) ভোলা লঞ্চঘাট – ২টি (ছ) ধামুরা – ২ টি (জ) ঢাকা – ১১ টি (ঝ) নানিয়ার চর – ৪ টি (ঞ) বরিশাল পোর্ট – ৪ টি	সংখ্যা	৮৭	৬৫১.৯২	৮৭	৬৫১.৯২	১০০% (৮৭.০০)
১৩.	**আরসিসি বাউন্ডারী ওয়াল :** (ক) ভোলা লঞ্চঘাট – ৪৮০.৩৬ (খ) আমতলী লঞ্চঘাট – ২৯৭.৩৮ (গ) কক্সবাজার – ৩২০.০০ (ঘ) আংটিহারা – ৩৪৪.০০ (ঙ) পটুয়াখালী পোর্ট – ২৭৯.৩৮	বর্গমিটার	১৭০৩.১২	৬১.১৮৫	১৭০৩.১২	৫২.৭৮	১০০% (১৭০৩.১২)
১৪.	বৈদ্যুতিকরণ ও পয়:নিষ্কাশন	থোক	থোক	২৭.২৪৮	থোক	২৭.২৫	থোক
১৫.	**স্টীল গ্যাংওয়ে :** (ক) ভোলা লঞ্চঘাট – ২ (খ) বরিশাল পোর্ট-১ (গ) পটুয়াখালী পোর্ট - ২ (ঘ) খুলনা সদর - ১ (ঙ) ঢাকা পোর্ট - ১	সংখ্যা	৭	১৭৩.২০৫	৭	১৭১.৭৮	১০০% (৭)
১৬.	**আরসিসি র্যাম্পসহ পাইল :** (ক) ভোলা লঞ্চঘাট – ২ (খ) বরিশাল পোর্ট-২ (গ) পটুয়াখালী পোর্ট - ২ (ঘ) খুলনা সদর - ১ (ঙ) ঢাকা পোর্ট - ১	সংখ্যা	৮	৬২.৭৫৯	৮	৬২.৭৬	১০০% (৮)

১৭.	**শেডেড ওয়াকওয়ে :**	বর্গমিটার	৮৪৩.৮১	১১৪.৩২	৮৪৩.৮১	১১৪.৩৩	১০০% (৮৪৩.৮১)
	(ক) ভোলা লঞ্চঘাট – ২৭৮.৮১						
	(খ) আমতলী লঞ্চঘাট - ২৮০						
	(গ) বরিশাল লঞ্চঘাট - ৩০০						
১৮.	**অভ্যন্তরীণ রাস্তা :**	বর্গমিটার	১৬৩০.২১	৪৩.৫৪	১৬৩০.২১	৪২.০৬	১০০% (১৬৩০.২১)
	(ক) ভোলা লঞ্চঘাট – ৫৯৬.০৯						
	(খ) আমতলী – ১১৭.১২						
	(গ) খুলনা সদর – ১১৭.০০						
	(ঘ) কক্সবাজার – ৫২০.০০						
	(ঙ) নানিয়ারচর – ২৮০.০০						
১৯.	**তীর রক্ষা বাঁধ :**	বর্গমিটার	৮০০	৬১.৮৫	৮০০	৬১.৮৫	১০০% (৮০০)
	(ক) বরিশাল – ৬০০.০০						
	(খ) নানিয়ারচর – ২০০.০০						
২০.	**স্টীল জেটি :**	বর্গমিটার	১১০১.৭৮	১৯২.৪৪	১১০১.৭৮	১৯০.২৮	১০০% (১১০১.৭৮)
	(ক) বরিশাল বিভাগ -৩২৩.২৮						
	(খ) পটুয়াখালী পোর্ট - ৭৫.৯০						
	(গ) পটুয়াখালী বিভাগ – ২৯১.৮৪						
	(ঘ) আমতলী – ৪৬.২৭						
	(ঙ) খুলনা বিভাগ – ২৯৬.৬৩						
	(চ) ভোলা লঞ্চঘাট – ৩৭.০০						
	(ছ) দামুড়া – ৩০.৮৬						
২১.	**গভীর নলকূপ স্থাপন :**	সংখ্যা	৭	৪০.৫৩	৭	২৫.৪১	১০০% (৭)
	(ক) কক্সবাজার -১						
	(খ) আংটিহারা - ১						
	(গ) নানিয়ারচর - ১						
	(ঘ) আমতলী – ১						
	(ঙ) নোয়াখালী – ২						
	(চ) ভোলা লঞ্চঘাট – ১						
২২.	**যাত্রী চাউনী নির্মাণ :**	বর্গমিটার	৫৪০	৯২.৮৫	৫৪০	৯২.৮৫	১০০% (৫৪০)
	(ক) নানিয়ারচর - ৪০						
	(খ) আমতলী – ২৮০						
	(গ) নোয়াখালী – ৭০						
	(ঘ) মোড়লগঞ্জ -১৫০						
২৩.	আরসিসি ল্যান্ডিং : নানিয়ারচর	বর্গমিটার	২৬০	১৭৫.০০	২৬০	১৭৩.৭৯	১০০% (২৬০)
২৪.	পাইলট রেস্ট হাউজ	বর্গমিটার	১৫১৫	৪৮৫.০০	১৫১৫	৪৬৯.৪৫	১০০% (১ ৫১৫)
২৫.	পটুয়াখালী পোর্টের টার্মিনাল ভবন আধুনিকীকরণ	বর্গমিটার	৯১৪.২৫	১৪২.৫০	৯১৪.২৫	১৪২.৫০	১০০% (৯১৪.২৫)
২৬.	**বরিশাল পোর্টের রাস্তা পুন:নির্মাণ :**	বর্গমিটার	৪৪৮৩.৫৪	১২৭.৯৫৬	৪৪৮৩.৫৪	১২৭.০৩	১০০% (৪৪৮৩.৫৪)
	(ক) কার্পেটিং – ২১৮৫.৮২						
	(খ) আরসিসি – ২২৯৭.৭২						
২৭.	(ক) টিকিট কাউন্টার (ভোলা)	থোক	থোক	০৭৩.৩৬	থোক	৭৩.৩৬	থোক
	(খ) গ্যারেজ (কক্সবাজার)						
২৮.	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১১	০৭.০০	১১	০৭.০০	১০০% (১১)
২৯.	আসবাবপত্র	থোক	থোক	৮৫.০০	থোক	৭৭.০০	থোক
৩০.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	--		--	--	--	--
৩১	প্রাইস কন্টিনজেন্সী	--		--	--	--	--

	সর্বমোট :	**--**		**৩২৫০.০০**	**১০০%**	**৩১২৫.৪৩**	**১০০%**

১২. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৩. **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ২৯/০৮/২০১৯, ৩০/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের আওতায় আমতলী, পটুয়াখালী, বরিশাল এবং ভোলা অংশের প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বরিশাল, পটুয়াখালী ও ভোলা জেলার বিআইডব্লিউটিএ'র নির্বাহী প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৪. **পর্যবেক্ষণঃ**

১৪.১ **আমতলী অংশ :**

প্রকল্পটির আওতায় পটুয়াখালী নৌ-ডিভিশনের আওতাধীন আমতলী লঞ্চঘাটে যে সমস্ত নির্মাণ কাজ করা হয়েছে তা হচ্ছে- যাত্রী বিশ্রামাগার ২৮০বর্গমিটার, ভূমি উন্নয়ন ২১৬০ বর্গমিটার, পার্কিং ইয়ার্ড ১০৮০ বর্গমিটার, শেডেড ওয়াকওয়ে ২৮০ বর্গমিটার, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ১১৭.১২ বর্গমিটার, গভীর নলকূপ ১টি, স্পাড- ২টি (৩০" ডায়া) , জেটি ৪৬.২৭ বর্গমিটার, সীমানা প্রাচীর ১৯৫.০০ বর্গমিটার । এ সমস্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্নের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স হোসেন এন্ড বিল্লাল-এর সাথে গত ০৭/০৫/২০১৫ তারিখে ১৩২.৭৯ লক্ষ টাকা মূল্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পন্নের তারিখ ১৩/০৩/২০১৮। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে মর্মে বিআইডব্লিইটিএ'র কমর্কর্তা জানিয়েছেন । নব নির্মিত টার্মিনাল ভবনটি গত ০২/০৫/২০১৯ তারিখে উদ্বোধন করা হয় । পরিদর্শনে জানা যায় যে, প্রতিদিন ২টি লঞ্চ ঢাকা-আমতলী যাওয়া-আসা করে। সে হিসেবে এ ঘাটে প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো নির্মাণ সমীচীন হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়। নির্মিত টার্মিনাল ভবনটির একপাশে রাস্তা রয়েছে এবং এ রাস্তা দিয়ে যাত্রীরা লঞ্চঘাটে যাওয়া-আসা করে থাকে। টার্মিনাল ভবনটি রাস্তার একপাশে হওয়ায় যাত্রী কর্তৃক বিশ্রামাগার, যাত্রী ছাউনি, টয়লেট ব্যবহার করা হচ্ছে না। এছাড়া, নির্মিত টার্মিনাল ভবনটি দেখাশুনা করার মত কোন লোকবল, এমনকি রাত্রিকালীন প্রহরীও পর্যন্ত নেই। বর্তমানে ভবনটির ১টি রুম বন্দরের লোকজন কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে।





ছবি : আমতলী লঞ্চঘাট টার্মিনাল ভবন

	
ছবি : টার্মিনাল ভবনের অপরিচ্ছন্ন টয়লেট	ছবি : শেডেড ওয়াকওয়ে

১৪.২ **পটুয়াখালী অংশ :**

প্রকল্পটির আওতায় পটুয়াখালী নদী বন্দরে যে সমস্ত নির্মাণ কাজ করা হয়েছে তা হচ্ছে- পার্কিং ইয়ার্ড ১৫৯.৪৪ বর্গমিটার, স্পাড-২টি (৩০" ডায়া), জেটি ৪৪.৬৩ বর্গমিটার, সীমানা প্রাচীর ৩৬৪.৯৮ বর্গমিটার, ২টি স্টীল গ্যাংওয়ে, ২টি আরসিসি র্যাম্প পাইল ও বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ। এ সমস্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্নের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এমদাদ ইন্টারন্যাশনাল লি:-এর সাথে গত ১০/০৯/২০১৫ তারিখে ৯৬.০২০ লক্ষ টাকা মূল্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পন্নের তারিখ ০৬/০৫/২০১৬ । নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে মর্মে বিআইডব্লিউটিএ'র সহকারী প্রকৌশলী জানিয়েছেন। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় ১১২.১৭ লক্ষ টাকায় পটুয়াখালী নদী বন্দরের বিদ্যমান টার্মিনাল ভবনটি মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে হচ্ছে দৃষ্টি ক্লেডিং ব্রীক স্থাপন, অভ্যন্তরীণ ফ্লোরে টাইলস স্থাপন, ছাদ ও দোতলার বারান্দা প্যাটেন্ট স্টোনকরণ, অগ্নিনির্বাপক সামগ্রী স্থাপন, জানালায় থাই গ্লাস স্থাপন এবং আসবাবপত্র সরবরাহ। বিদ্যমান ভবনটিতে যাত্রীদের বিশ্রামাগারসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। পরিদর্শনে জানা যায় যে, প্রতিদিন ৬টি লঞ্চ এ ঘাট হতে ঢাকা যাওয়া-আসা করে । বছরে প্রায় ১০০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে এ ঘাটটি ইজারা দেয়া হয় বলে বন্দর কর্তৃপক্ষ পরিদর্শনে জানান।

প্রকল্পটির আওতায় পটুয়াখালী নৌ-ডিভিশনের অন্যান্য লঞ্চঘাটে যে সমস্ত নির্মাণ কাজ করা হয়েছে তা হলো :

ক্রমিক নং	ঘাটের নাম	স্পাড	স্টীল কাঠামো জেটি
১.	বালিয়াতলী	২টি	৩৮.৫৫ বর্গমিটার
২.	কাকরাবুনিয়া	২টি	৬১.৭১ বর্গমিটার
৩.	মোকামিয়া	২টি	৭৭.১৩ বর্গমিটার
৪.	ফুলঝুড়ি	২টি	৯২.৫৬ বর্গমিটার
৫.	বগা	২টি	৭৭.১৩ বর্গমিটার
৬.	ধুলিয়া	২টি	৪৬.২৮ বর্গমিটার
৭.	কাকচিড়া	২টি	১১.৬২ বর্গমিটার



ছবি : পটুয়াখালী লঞ্চঘাট টার্মিনাল ভবনের আধুনিকায়ন

১৪.৩ **বরিশাল অংশ :**

প্রকল্পটির আওতায় বরিশাল একতলা লঞ্চঘাটে যে সমস্ত নির্মাণ কাজ করা হয়েছে তা হচ্ছে- স্পাড- ৪টি (৩০" ডায়া), জেটি ৩১২ বর্গমিটার, ১টি স্টীল গ্যাংওয়ে, ২টি আরসিসি র্যাম্প পাইল, ১টি আরসিসি সিঁড়ি, ৬০০ বর্গমিটার নদী রক্ষা কাজ, ৫২০ বর্গমিটার আরসিসি শেডেড রাস্তা এবং ৩০০ বর্গমিটার ওয়াকওয়ে । এ সমস্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্নের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এস এস রহমান ইন্টারন্যাশনাল লি:-এর সাথে গত ১৬/০৮/২০১৬ তারিখে ২২৭.৯৮ লক্ষ টাকা মূল্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পন্নের তারিখ ১০/০৮/২০১৭ । নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে মর্মে বিআইডব্লিউটিএ'র নির্বাহী প্রকৌশলী জানিয়েছেন। নদী তীর রক্ষা বাঁধটির ওপর ময়লা-আবর্জনার স্তুপ পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বরিশাল পোর্ট রোডটি মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে ২১৮৫.৮২ বর্গমিটার কার্পেটিং এবং ২২৯৭.৭২ আরসিসি। প্রকল্পের আওতায় বরিশাল নদী বন্দর সংলগ্ন ১৮৬২৭ বর্গফুট আয়তনের ৬ তলা ভীতবিশিষ্ট ৩ তলা ১টি পাইলট রেস্ট হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত রেস্ট হাউজটিতে ৯৬ জন নৌ-পাইলটের আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে ৭৬ জন পাইলট রেস্ট হাউজে অবস্থান করছেন। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় বরিশাল নৌ-ডিভিশনে বিভিন্ন লঞ্চঘাটে যে সমস্ত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে তা হলো :

ক্রমিক নং	ঘাটের নাম	স্পাড	স্টীল কাঠামো জেটি
১.	বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল লঞ্চঘাট	২টি	৫৩.৯৯ বর্গমিটার
২.	বেতুয়া লঞ্চঘাট	২টি	৪৬.২৭ বর্গমিটার
৩.	লাহারহাট লঞ্চঘাট	২টি	২৩.১৪ বর্গমিটার
৪.	যুগিরকান্দা লঞ্চঘাট	২টি	২৩.১৪ বর্গমিটার
৫.	পঁয়সারহাট লঞ্চঘাট	২টি	২৩.১৪ বর্গমিটার

ক্রমিক নং	ঘাটের নাম	স্পাড	স্টীল কাঠামো জেটি
৬.	তুষখালী লঞ্চঘাট	২টি	৩০.৮৬ বর্গমিটার
৭.	ধোলিগড় নগর লঞ্চঘাট	২টি	২৩.১৪ বর্গমিটার
৮.	মির্জাকালু লঞ্চঘাট	২টি	৫৩.৯৯ বর্গমিটার



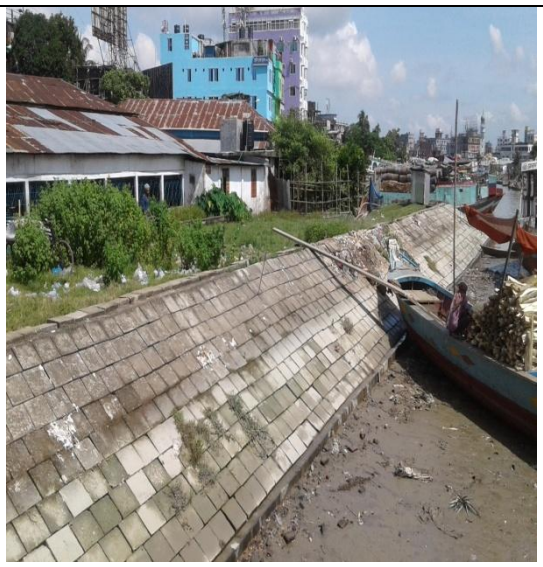
ছবি : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বরিশাল পাইলট রেস্ট হাউজ



ছবি : অভ্যন্তরীণ রাস্তা



ছবি: স্টীল গ্যাংওয়ে

	
ছবি : শেডেড ওয়াকওয়ে	ছবি : নদী তীর রক্ষা বাঁধ এবং বাঁধের ওপর ময়লার স্তুপ

১৪.৪ **ভোলা অংশ:**

আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় ভোলা খেয়াঘাটে ৪২০.১৩ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি দ্বিতল টার্মিনাল ভবন, ৪৮০ বর্গমিটার সীমানা প্রাচীর, একটি গভীর নলকূপ, স্পাড-২টি (৩০" ডায়া), ২টি স্টীল গ্যাংওয়ে, ২টি আরসিসি র্যাম্প পাইল, ৫৯৯.২৬ বর্গমিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ২৭৮ বর্গমিটার আরসিসি শেডেড ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।এ সমস্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্নের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স বিজলি কনস্ট্রাকশন ও লি:-এর সাথে গত ১৯/১১/২০১৪ তারিখে ২৯০.৮৪ লক্ষ টাকা মূল্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পন্নের তারিখ ১২/০২/২০১৬ । নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে মর্মে বিআইডব্লিউটিএ'র ভোলার নির্বাহী প্রকৌশলী জানিয়েছেন। সরেজমিনে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দ্বিতল টার্মিনাল ভবনটি নদী বন্দরের একপাশে নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকা সদরঘাট, বরিশাল, পটুয়াখালী ও অন্যান্য টার্মিনাল ভবনের অভ্যন্তর দিয়ে যাত্রী এবং মালামাল লঞ্চে উঠা-নামা করে। কিন্তু এ টার্মিনাল ভবনটি একপাশে অবস্থিত হওয়ায় বিআইডব্লিটিএ'র কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যতীত সাধারণ যাত্রী কর্তৃক ভবনটি তেমন ব্যবহার হচ্ছে না। নির্মিত ভবনটিতে সাধারণ যাত্রী ছাড়াও ভিআইপি যাত্রীদের বিশেষ সুবিধাদি রয়েছে। একমাত্র ঈদের সময় ছাড়া ভবনটি যাত্রী কর্তৃক ব্যবহার হয়না বলে পরিদর্শনে জানা যায়। ফলে যে উদ্দেশ্যে ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে তা পুরোপুরি অর্জিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।



ছবি : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভোলা লঞ্চঘাটের দোতলা টার্মিনাল ভবন



ছবি : ক্ষতিগ্রস্থ স্টীল গ্যাংওয়ে

১৪.৫ প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ৮৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৭৭.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা বরিশাল নৌ-ডিভিশনের আওতাধীন ভিআইপি রেস্ট হাউজ (হিমনীড়), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর ও নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, নবনির্মিত ভোলা টার্মিনাল ভবন এবং পটুয়াখালী টার্মিনাল ভবনের জন্য বিভিন্ন ধরণের আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে মর্মে পরিদর্শনে দেখা যায়।

১৫. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** ক্রয় পরিকল্পনা Works-এর প্রধান ০৫টি প্যাকেজ OTM (NCT) পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান ছিলো। উক্ত প্যাকেজের পূর্ত কাজসমূহ (OTM (NCT) পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে যার তথ্যাদি নিম্নরুপ :

ক্রয়কার্য (Works)-এর নাম	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়মূল্য	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(i) Ramp, Steel Jetty with 30 Inch dia Spud at single Decker Launch ghat and different Launch ghat with allied works under Barisal Division.	২৩২.০০	২৩১.৬৪	১৬/০৬/২০১৬	১৬/০৮/২০১৬	১৫/০১/২০১৮	১০/০১/২০১৮

ক্রয়কার্য (Works)-এর নাম	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়মূল্য	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ii) Development and Construction of Port facilities and different landing station with allied works under BIWTA Khulna Division.	২১৫.৪৩৬	২২৯.১৬	১৭/১২/২০১৫	২৪/০২/২০১৫	২০/১১/২০১৫	২০/১১/২০১৫
(iii) Re-Construction of Kastura ghat Terminal building/Inspection Banglow allied with other works at Cox's Bazar.	২১৫.৩৯৬	২১৪.৩২	২৪/০৮/২০১৫	১৩/১২/২০১৫	৩০/১০/২০১৬	২৭/০২/১৭
(iv) Development and Construction of Pilot House with other works under BIWTA Barisal Division.	৩৭০.০০	৩৩৪.৯৯	২০/০৯/২০১৬	১১/১২/২০১৬	০৭/০৯/২০১৭	১৪/০৬/২০১৮
(v) Development of Port facilities at Naniar char ghat (RCC Landing/Jetty) with allied other works under BIWTA Chittagong Division	২৫০.০০	২০৩.৫৯	৩০/০৮/২০১৬	০৪/১২/২০১৬	০১/০৯/২০১৭	৩০/১১/২০১৭

১৬. **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের (Works)-ক্রয়ের চুক্তিসমূহের মধ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান, বিভিন্ন প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নোটিশ প্রদান (NOA) চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না তা যাচাইয়ের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত ছকে নমুনায়ন হিসেবে ১নং প্যাকেজের তথ্য সংগ্রহ করা হয় :

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (Activity)	প্রযোজ্য বিধি মোতাবেক করণীয়	প্রকৃত অবস্থা
১	বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা অনুমোদন হয়েছে কিনা?	বিধি ১৬ (৫),১৬ (৭) অনুযায়ী Hope কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।	Hope কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।।
২	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে কিনা?	বিধি ৯০ (২ক) অনুযায়ী কমপক্ষে ১টি বাংলা, ১ টি ইংরেজী পত্রিকায়	দৈনিক প্রথম আলো, কালের কণ্ঠ, সংবাদ, দ্যা নিউ নেশন, নিউজ টুডে, দ্যা অবজারভার।
৩	সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হয়েছে কিনা?	বিধি ৯০ (২ঝ)অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য ১.০ কোটির উর্ধ্বে বিধায় CPTU Website-এ প্রকাশযোগ্য।	প্রকাশ করা হয়েছে
৪	কতটি দরপত্র বিক্রয় হয়েছিল?	-	১১ টি
৫	কত জন দরপত্রে অংশগ্রহণ করেছিল?	-	১১ জন
৬	দরপত্র দাখিলের জন্য কতদিন সময় দেয়া	বিধি ৬১ (৪) অনুযায়ী	২৮ দিন

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (Activity)	প্রযোজ্য বিধি মোতাবেক করণীয়	প্রকৃত অবস্থা
	হয়েছে?	কমপক্ষে ২১ দিন	
৭	দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির (টিওসি) সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৭ অনুযায়ী ৩ জন	৫ জন
৮	টিওসিতে টিইসি'র সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৭ অনুযায়ী ১ জন	১ জন
৯	টিইসি'র সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৮ (১) অনুযায়ী কমক্ষে ৫, সর্বাধিক ৭ জন	৭ জন
১০	টিইসি-তে বহিঃস্থ দপ্তরের সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৮ (১) অনুযায়ী ২ জন	২ জন
১১	বৈধ (Responsive) দরপত্রের সংখ্যা কতটি?	-	৯ টি
১২	বাতিল বিবেচিত (Non-responsive) দরপত্রের সংখ্যা কতটি?	-	২ টি দরদাতা দরপত্রের চাহিদা অনুযায়ী দরপত্র শর্ত পূরণ না করা।
১৩	দরপত্র গ্রহণের কত দিনের মধ্যে মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে?	বিধি ৩৬ (৬) অনুযায়ী ৩ সপ্তাহ	৩ সপ্তাহ
১৪	মূল্যায়ন প্রতিবেদন সরাসরি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল কিনা?	-	হ্যাঁ
১৫	পিপিআর এর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী যথাসময়ে দরপত্র অনুমোদন হয়েছিল কিনা?	বিধি ৩৬ (৬) অনুযায়ী ২ সপ্তাহের মধ্যে	হ্যাঁ
১৬	ক) দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ কতদিন ছিল? খ) দরপত্রের মূল বৈধতার মেয়াদ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে কিনা?	দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী	১২০ দিন
১৭	ক) বৈধতার মেয়াদ বর্ধিত করা হয়েছিলো কিনা? খ) চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ	-	না ১১/১২/২০১৬
১৮	মূল বৈধতার মেয়াদ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে না থাকলে তার কারণ কি ছিলো?	-	বৈধতার মেয়াদে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে
১৯	ক) চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পদনের তারিখঃ খ) প্রকৃত সম্পাদনের তারিখঃ গ) কাজ সম্পাদনে বিলম্ব হলে তার কারণ কি? ঘ) বিলম্বের জন্যে জরিমানা (L.D) আরোপ করা হয়েছিলো কিনা? হলে তার বিবরণঃ	-	০৭/০৯/২০১৬ ১৪/০৬/২০১৮ প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে না

উপরোক্ত তথ্যে দেখা যায় যে, PPR-বিধি ০৭ অনুযায়ী দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির (TOC) সদস্য সংখ্যা ০৩ জনের পরিবর্তে ০৫ জন রাখা হয়েছে। অন্যান্য শর্তাবলী সঠিকভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৭. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্র: নং:	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	মো: মহিদুল ইসলাম	প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	২১/১০/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৮ পর্যন্ত

১৮. **প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব :**

- ♦ প্রকল্পটির মাধ্যমে পল্লী এলাকার লঞ্চ ঘাটগুলোতে পণ্য ও যাত্রী উঠা-নামাসহ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে ;
- ♦ যাত্রীদের কিছুটা আরাম-আয়েশ এবং নৌ-নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে; এবং
- ♦ বিআইডব্লিউটিএ'র আয় বর্ধনের সুযোগ তৈরী হয়েছে।

১৯. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
ক) দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন নদী বন্দরে যাত্রীদের জন্য সুযোগ- সুবিধা বৃদ্ধিকরণ;	(ক) প্রকল্পটির মাধ্যমে দক্ষিণ অঞ্চলের বিভিন্ন নদী বন্দরে যাত্রীদের জন্য সুযোগ- সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে যেমন–যাত্রী বিশ্রামাগার, শৌচাগার ব্যবস্থা, ওয়াকওয়ে ইত্যাদি ।
খ) দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্যমান বন্দরগুলোর অবকাঠামোর আধুনিকায়ন;	(খ) প্রকল্পটির মাধ্যমে দক্ষিণ অঞ্চলের বিদ্যমান বন্দরগুলোর বিভিন্ন অবকাঠামো যেমন-স্টীল জেটি, গ্যাংওয়ে, পার্কিং ইয়ার্ড, সীমানা প্রাচীর, পাইলট রেস্ট হাউজ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ইত্যাদির উন্নয়নপূর্বক আধুনিকায়ন করা হয়েছে ।

২০. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** পরিদর্শিত কতিপয় নদী বন্দর যেমন – ভোলা, আমতলী লঞ্চঘাটে নির্মিত টার্মিনাল ভবনগুলি একপাশে হওয়ায় উপকারভোগী কর্তৃক এগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার হচ্ছে না । সে হিসেবে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলেও অধিকাংশ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।।

২১. সমস্যাসমূহ :

২১.১ আমতলী হতে মাত্র ২টি লঞ্চ ঢাকা যাওয়া-আসা করে । সে হিসেবে এ স্থানে অবকাঠামো নির্মাণ করা মোটেই সমীচীন হয়নি । বর্তমানে এ ঘাটে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ দেখাশুনা করার কোন লোকবল নেই । এমনকি রাত্রিকালীন প্রহরীও নেই। যার ফলে যাত্রী বিশ্রামাগারের টয়লেটগুলোর ট্যাপ খুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং টয়লেটগুলো ব্যবহারের একদম অনুপযোগী অবস্থায় রয়েছে। ঈদের সময় ছাড়া যাত্রীরা এ ভবনে প্রবেশ করে না বলে পরিদর্শনে জানা যায় ।

২১.২ নবনির্মিত আমতলী টার্মিনাল বিল্ডিং-এর পুরুষ বিশ্রামাগারের কক্ষটি আমতলী লঞ্চঘাটের লোকজন কর্তৃক আবাসিক কাজে ব্যবহার হচ্ছে । এর ফলে আইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষকে ভবন ব্যবহারের বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল বহন করতে হচ্ছে । এতে করে যে উদ্দেশ্যে ভবনটি নির্মিত হয়েছিল তা পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

২১.৩ টার্মিনাল ভবনের অভ্যন্তরে স্থাপিত গভীর নলকূপটির পাইপ ফেটে যাওয়ায় পর্যাপ্ত পানি ট্যাংকিতে জমা হতে পারছেনা বলে বিশ্রামাগারে বসবাসরত লোকজন পরিদর্শনকালে জানিয়েছেন। এছাড়া, যাত্রী বিশ্রামাগারে বৈদ্যুতিক ফ্যানের অপর্যাপ্ততা পরিলক্ষিত হয়েছে।

২১.৪ পরিদর্শনে লক্ষ্য করা যায় যে, নির্মিত স্থাপনাটি যথাস্থানে নির্মাণ করা হয়নি । অন্যান্য নৌ-বন্দরের ন্যায় যেমন- সদরঘাট, বরিশাল, পটুয়াখালী-এর আদলে টার্মিনাল ভবনটি নির্মিত হলে এর ভাল আউটপুট পাওয়া যেত । কিন্তু একপাশে নির্মিত হওয়ায় যাত্রী সাধারণ কর্তৃক ভবনটি ব্যবহারের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি । এ ক্ষেত্রে সরকারী অর্থের অপচয় হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

২১.৫ নবনির্মিত বরিশাল পাইলট রেস্ট হাউজের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে । যার ফলে ভবনের কয়েকটি ফ্যান এবং বৈদ্যুতিক বাতি অকেজো অবস্থায় দেখা গেছে । এছাড়া, ভবনের নীচতলার কয়েকটি কক্ষের দরজার চৌকাঠ ঘুণে ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাঠের গুণগত মান ভাল না হওয়ায় এমনটি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় ।

২১.৬ ভোলা নৌ-বন্দরে নবনির্মিত টার্মিনাল ভবনটি বন্দরের একপাশে নির্মাণ করা হয়েছে । ভবনটির নির্মাণ কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুন্দর এবং সাধারণ ও ভিআইপি যাত্রীদের বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ঈদের সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে এটি ব্যবহৃত হচ্ছেনা । এর ফলে ভবনটি নির্মাণের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

২১.৭ প্রকল্পের আওতায় ভোলা নদী বন্দরে ০৩টি গ্যাংওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে । ০২টি গ্যাংওয়ে সাধারণ যাত্রীদের পারাপারের জন্য। এর মধ্যে ০১টি গ্যাংওয়ে নষ্ট অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। লঞ্চের ধাক্কায় গ্যাংওয়েটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে পরিদর্শনকালে জানা যায় । অন্য গ্যাংওয়েটি শুধুমাত্র মালামাল পারাপারের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা হালকা ক্ষতিগ্রস্থ । যাত্রী সাধারণের চলাচল না থাকায় ০২টি গ্যাংওয়ে মরিচা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে যার ফলে এগুলোর Sustainibility'র বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ।

২২। সুপারিশঃ

২২.১ ভবিষ্যতে এধরণের প্রকল্প হাতে নেয়া হলে যথাযথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। নির্মিত ভবনসমূহের যথাযথ ব্যবহার তথা দেখাশুনার জন্য সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করা অতি জরুরী;

২২.২ প্রকল্পের আওতায় আমতলী লঞ্চঘাটে নবনির্মিত টার্মিনাল ভবনের পুরুষ বিশ্রামাগার কক্ষটি যাতে অবাঞ্চিত লোক কর্তৃক ব্যবহার না হয় সে বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে;

২২.৩ আমতলী লঞ্চঘাটে নবনির্মিত টার্মিনাল ভবনের গভীর নলকূপের পানির লাইনটি মেরামত ও যাত্রী বিশ্রামাগার কক্ষে পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক ফ্যান সরবরাহ করা প্রয়োজন;

২২.৪ আমতলী লঞ্চঘাটে নবনির্মিত টার্মিনাল ভবনের অভ্যন্তরের টয়লেটগুলো নামমাত্র মূল্যে ইজারা দেয়া যেতে পারে। এতে করে যেমন রাজস্ব আয় হবে তেমনি টয়লেটগুলোর রক্ষণাবেক্ষন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে;

২২.৫ প্রকল্পের আওতায় বরিশালে নবনির্মিত পাইলট হাউজ ভবনের বৈদ্যুতিক সমস্যা এবং ঘুণে ধরা দরজার চৌকাঠগুলো অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী;

২২.৬ পাইলট হাউজ ভবনের টিভি রূমটি উপকারভোগী কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে না । তারা ব্যক্তিগতভাবে টিভি ক্রয় করে নিজেদের রূমে ব্যবহার করছে। এ ক্ষেত্রে টিভি রুমটি প্রার্থনাগার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে;

২২.৭ পাইলট হাউজ চত্বরে ১টি মরা বৃক্ষ রয়েছে যা সীমানা প্রাচীরের অতি সংস্পর্শে । এ মরা বৃক্ষটি কেটে ফেলা যেতে পারে নতুবা প্রতিকূল আবহাওয়ায় বৃক্ষটি ভেঙ্গে গিয়ে সীমানা প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে;

২২.৮ বরিশাল নদী বন্দরের একতলা লঞ্চঘাট এলাকায় নদীর তীর সংরক্ষণ বাঁধে যে ময়লা আবর্জনা রয়েছে তা উচ্ছেদের লক্ষ্যে পোর্ট অফিসার কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক;

২২.৯ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভোলা টার্মিনাল ভবনটি যাত্রী সাধারণ কর্তৃক ব্যবহার উপযোগী করে তোলা প্রয়োজন । ভবনটিতে যাত্রী সাধারণের যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তা একটি সাইন বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শনপূর্বক যাত্রীদেরকে অবহিত করা যেতে পারে;

২২.১০ ভোলা লঞ্চঘাটে স্থাপিত ক্ষতিগ্রস্থ গ্যাংওয়ে ২টির মেরামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা অতি জরুরী; এবং

২২.১১ উপর্যুক্ত সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা এ বিভাগকে অবহিত করা যেতে পারে।